অযুর পদ্ধতি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন ইনশাআল্লাহ্ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪	রোদের তাপে গরম পানির ব্যাখ্যা	২৩
হযরত ওসমান গণি'র নবী প্রেম	৪	ব্যবহৃত পানির গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	২৪
গুনাহ ঝরে যাওয়ার ঘটনা	৬	মাটি মিশ্রিত পানি দ্বারা অযু হবে কিনা?	২৫
অযুর সাওয়াব পাবে না	৭	পান ভক্ষনকারী মনোযোগ দিন	২৬
সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেলো!	৮	সুফী তত্ত্বের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র	২৮
অযু অবস্থায় শোয়ার ফযীলত	৯	ক্ষত ইত্যাদি থেকে রক্ত বের হওয়ার ৫টি হুকুম	২৯
অযু অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ	৯		
বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থাপত্র	৯	ঠান্ডার কারণে অঙ্গ ফেঁঠে যায় তখন...	৩০
সব সময় অযু অবস্থায় থাকার ৭টি ফযীলত	১০	অযুর মধ্যে মেহেদী ও সূরমার মাসয়ালা	৩০
দ্বিগুণ সাওয়াব	১০	ইনজেকশান নিলে অযু ভঙ্গ হবে কিনা?	৩১
শীতের মধ্যে অযু করার ঘটনা	১১	অসুস্থ চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুর বিধান	৩১
অযুর পদ্ধতি (হানাফী)	১১		
অযুর অবশিষ্ট পানির মধ্যে ৭০টি রোগের শিফা	১৫	পাক এবং নাপাক আর্দ্রতা	৩২
		ফোস্কা ও ফোঁড়া	৩২
জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়	১৬	বমি দ্বারা কখন অযু ভঙ্গ হয়?	৩৩
দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবে না	১৬	হাসির হুকুম	৩৩
অযুর পর "সূরায়ে কদর" পড়ার ফযীলত	১৭	**সতর দেখা গেলে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?**	৩৪
অযুর পর পাঠ করার দোয়া	১৭	গোসলের অযুই যথেষ্ট	৩৫
অযুর পর এ দোয়াটি পড়ে নিন	১৮	থুথুর মধ্যে রক্ত	৩৫
অযুর ফরয ৪টি	১৮	অযুর মধ্যে সন্দেহ আসার ৫টি বিধান	৩৬
ধৌত করার সংজ্ঞা	১৮	নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়া ও না হওয়ার বর্ণনা	৩৭
অযুর ১৪টি সুন্নাত	১৯		
অযুর ২৯টি মুস্তাহাব	১৯	আম্বীয়ায়ে কিরাম-এর অযু এবং ঘুম মোবারক	৩৯
অযুর ১৬টি মাকরূহ	২২		

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মসজিদ সমূহের অযুখান	৪০	অপচয় থেকে বাঁচার ১৪টি মাদানী ফুল	৬৩
ঘরে অযুখানা তৈরী করুন	৪১	৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পধারা	৬৭
অযুখানা বানানোর নিয়ম	৪২	সন্তান জন্মের সময় সহজতার ব্যবস্থাপত্র	৭৪
অযুখানার ৯টি মাদানী ফুল	৪৬		
যাদের অযু থাকে না, তাদের জন্য ৬টি বিধান	৪৫	অপারেশন ছাড়াই জন্ম হয়ে গেলো	৭৪
		তথ্যসূত্র	৭৬
অযু সম্পর্কিত ৭টি মাসয়ালা	৫০		
আয়াত লিখা কাগজের পিছনের অংশ স্পর্শ করার গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	৫১		
অযুহীন অবস্থায় কোরআন শরীফের কোন জায়গায় স্পর্শ করা যায় না	৫১		
অযুতে পানির অপচয়	৫২		
(১) প্রবাহিত নদীতেও পানির অপচয়	৫৩		
আ'লা হযরতের ফতোয়া	৫৩		
মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী-র তাফসীর	৫৪		
(২) অপচয় করো না	৫৫		
(৩) অপচয় করা শয়তানেরই কাজ	৫৫		
(৪) জান্নাতের সাদা মহল প্রার্থনা করা কেমন?	৫৫		
খারাপই করলো, অত্যাচারই করলো	৫৬		
অপচয় শুধুমাত্র দুই ক্ষেত্রে গুনাহ	৫৭		
কার্যগতভাবে অযু শিখুন	৫৭		
মসজিদ ও মাদরাসার পানির অপচয়	৫৮		
পানির অপচয় থেকে বাঁচার ৭টি উপায়	৬০		

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অযুর পদ্ধতি (হানাফী)

এ রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পড়ে নিন, যথাসম্ভব অযু সম্পর্কিত অনেক ত্রুটি আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সুলতানে দো-আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহ্‌তাশাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে আমার প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলার** উপর (নিজ বদান্যতায়) দায়িত্ব যে, তিনি তার ঐ দিন ও ঐ রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(আল মুজামুল কবীর লিত তিবরানী, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ওসমান গণি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নবী-প্রেম

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এক জায়গায় পৌঁছে অযুর জন্য পানি চাইলেন এবং অযু করলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আর আপনা আপনিই মুচকি হাসলেন। তারপর সঙ্গীদেরকে বললেন: "আপনারা কি জানেন! আমি কেন মুচকি হাসলাম?" অতঃপর তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন:

একদা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গায় অযু করেছিলেন এবং অযু শেষ করে তিনি মুচকি হেসেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন: "তোমরা কি জান, আমি কেন হেসেছি?" তদুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই এ বিষয়ে ভাল জানেন।" **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ অযু করে তখন হাত ধোয়ার সময় হাতের গুনাহ্, মুখমন্ডল ধোয়ার সময় মুখমন্ডলের গুনাহ্, মাথা মাসেহ্ করার সময় মাথার গুনাহ্, আর পা ধোয়ার সময় পায়ের গুনাহ সমূহ্ ঝরে যায়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৫)

অযু করকে খান্দা হোয়ে শাহে উসমাঁ, কাহা, কিউ তাবাচ্ছুম ভালা করো রাহা হো,
জাওয়াবে সুওয়ালে মুখাতিব দিয়া ফির, কিসি কি আদা কো আদা করো রাহা হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি অভ্যাস ও সুন্নাতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

পাশাপাশি উপরোক্ত বর্ণনা থেকে গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার ব্যবস্থাপত্রটাও জানা গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অযুর মধ্যে কুলি করার দ্বারা মুখের গুনাহ্, নাকে পানি দিয়ে নাক সাফ করার দ্বারা নাকের গুনাহ্, মুখমণ্ডল ধোয়ার দ্বারা চোখের পলক সহ পুরো চেহারার গুনাহ্, হাত ধোয়ার দ্বারা হাতের গুনাহের সাথে সাথে নখের নিচের গুনাহ্, মাথা ও কান মাসেহ্ করার দ্বারা মাথার গুনাহের সাথে সাথে কানের গুনাহ্ আর পা ধোয়ার কারণে পায়ের গুনাহের সাথে সাথে নখের নিচের গুনাহ্ সমূহ্ও ঝরে যায়।

গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার ঘটনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অযুকারীর গুনাহ্ ঝরে যায়, এই প্রসঙ্গে এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবূ হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কুফার জামে মসজিদের অযুখানায় আসলেন, তখন তিনি এক যুবককে অযু করতে দেখলেন। তিনি তার অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরতে দেখে বললেন: হে বৎস! তুমি পিতা-মাতার নাফরমানী থেকে তাওবা করো। তৎক্ষণাৎ যুবকটি বললো: আমি তাওবা করলাম। অপর ব্যক্তিকে দেখলেন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অযুর ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে বললেন: হে আমার ভাই! তুমি যেনার (ব্যভিচারের) গুনাহ্ থেকে তাওবা করো। লোকটি বললো: "আমি তাওবা করলাম। অন্য একজন লোকের অযুর পানি ঝরতে দেখে তিনি তাকে বললেন: মদপান ও গান-বাজনা শুনা থেকে তাওবা করো।" লোকটি বললো: "আমি তাওবা করলাম।" সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবূ হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাশ্ফের কারণে মানুষের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে যেতো। এইজন্য তিনি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাঁর কাশফ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য দোয়া করলেন। **আল্লাহ্ তাআলা** দোয়া কবুল করলেন। এরপর থেকে অযুকারীর গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার দৃশ্য তাঁর চোখে পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। (আল মীযানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর সাওয়াব পাবে না

আমলের প্রধান শর্ত হলো নিয়্যত, যদি কারো আমলের মধ্যে ভাল নিয়্যত না থাকে, তবে তার সাওয়াব পাবেনা। একই অবস্থা অযুর মধ্যেও। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" (সংশোধিত) এর ১ম খন্ডের ২৯২ পৃষ্ঠায় বয়েছে;

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

অযুতে সাওয়াব পাওয়ার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুম পালনের নিয়্যতে অযু করাটা জরুরী, অন্যথায় অযু হয়ে যাবে, তবে সাওয়াব পাবে না। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অযুর মধ্যে নিয়্যত না করার অভ্যস্থ ব্যক্তি গুনাহগার হবে, এতে নিয়্যত করাটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা)**

সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেলো!

দুইটি হাদীসের সারাংশ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি بِسْمِ اللهِ পাঠ করে অযু করলো, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেলো।" আর যে ব্যক্তি بِسْمِ اللهِ পাঠ করা ছাড়া অযু করলো তার ততটুকু শরীর পাক হলো, যতটুকুর উপর পানি প্রবাহিত হয়েছে।

(সুনানে দারু কুতনী, ১ম খন্ড, ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৮-২২৯)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে আবু হুরায়রা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)! যখন তুমি অযু করো তখন بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه বলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অযু অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফেরেস্তা অর্থাৎ (কিরামান কাতেবীন) তোমার জন্য নেকী লিখতে থাকবে।"

(আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

অযু অবস্থায় শোয়ার ফযীলত

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "অযু অবস্থায় শোয়া ব্যক্তি একজন রোযাদার ইবাদাতকারীর মতো।"

(কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৯৯৪)

অযু অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ

সুলতানে মদীনা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: "বৎস! সম্ভব হলে সবসময় অযু অবস্থায় থাকো। কেননা, 'মালাকুল মওত' অযু অবস্থায় যাঁর রূহ্ কবজ করেন তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা নসীব হবে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৮৩)** আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সব সময় অযু অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব।"

বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থাপত্র

আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ইরশাদ করেন: "হে মুসা! অযুবিহীন অবস্থায় যদি তোমার নিকট কোন মুসীবত আসে, তাহলে এর জন্য তুমি নিজেই দায়ী। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৮২)** ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় বর্ণিত রয়েছে: সব সময় অযু অবস্থায় থাকা ইসলামের (একটি উত্তম) সুন্নাত। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৭০২ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

সব সময় অযু অবস্থায় থাকার সাতটি ফযীলত

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কোন কোন আরেফিন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: যে সব সময় অযু সহকারে থাকে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে সাতটি মর্যাদা দান করেন। (১) ফিরিস্তাগণ তাঁর সঙ্গ লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। (২) 'কলম' তাঁর নেকী লিখতে থাকে। (৩) তাঁর অঙ্গগুলো তাসবীহ্ পাঠ করে (৪) তার তাকবীরে উলা বা প্রথম তাকবীর হাতছাড়া হয় না। (৫) নিদ্রা গেলে **আল্লাহ্ তাআলা** কিছু ফিরেস্তা প্রেরণ করেন, যাঁরা তাকে মানুষ ও জ্বীনের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন (৬) মৃত্যুর যন্ত্রণা তাঁর উপর সহজ হয়। (৭) যতক্ষণ পর্যন্ত অযু সহকারে থাকবে **আল্লাহ্ তাআলার** নিরাপত্তায় থাকবে। **(প্রাগুক্ত, ৭০২-৭০৩ পৃষ্ঠা)**

দ্বিগুণ সাওয়াব

নিঃসন্দেহে শীত, দূর্বলতা, সর্দি, কাঁশি, কফ, মাথা-ব্যথা ও অসুস্থ অবস্থায় অযু করা খুবই কষ্টকর হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অবস্থায় যাঁরা অযু করবে তাঁরা পবিত্র হাদীসের হুকুম অনুসারে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। **(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৪র্থ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩৬৬)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

শীতের মধ্যে অযু করার ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর গোলাম হুমরানের কাছে অযুর জন্য পানি চাইলেন এবং শীতের রাতে বাইরে যাবার জন্য চাইলেন। হুমরান বললেন: আমি পানি নিয়ে এসেছি, তিনি যখন হাত মুখ ধৌত করলেন, তখন আমি আরয করলাম: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে নিরাপদে রাখুক। আজকের রাতে অনেক ঠান্ডা, এতে তিনি বললেন: আমি **আল্লাহ্র রাসূল, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনেছি: "যে বান্দা পরিপূর্ণ অযু করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"

(মুসনাদে বয্যার, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২২। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

অযুর পদ্ধতি (হানাফী)

অযুর সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে উঁচু জায়গায় বসা মুস্তাহাব। অযুর জন্য নিয়্যত করা সুন্নাত। নিয়্যত না করলেও অযু হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব পাবে না। অন্তরের ইচ্ছাকে "নিয়্যত" বলে। অন্তরে নিয়্যত করার সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করাও উত্তম। মুখে এভাবে নিয়্যত করুন যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশ পালনার্থে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু করছি। بِسْمِ اللّٰہ পড়ে নিন"। এটাও সুন্নাত। বরং بِسْمِ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ বলে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এর কারণে আপনি যতক্ষণ অযু অবস্থায় থাকবেন ততক্ষণ ফিরিস্তাগণ আপনার জন্য নেকী লিখতে থাকবেন। (আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৬) এখন উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করুন। (পানির নল বন্ধ করে) উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোও খিলাল করে নিন। কমপক্ষে তিনবার করে ডানে বামে, উপরে নিচে দাঁতগুলো "মিসওয়াক করুন। প্রত্যেক বারে মিসওয়াক ধুয়ে নিন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিসওয়াক করার সময় নামাযে ক্বিরাত পাঠ ও **আল্লাহ্**র যিক্রের জন্য মুখ পবিত্র করার নিয়্যত করা উচিত।" (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা) অতঃপর ডান হাতে তিন অঞ্জলী পানি নিয়ে (প্রতি বারে পানির নল বন্ধ করে) এমনভাবে তিনবার কুলি করবেন যেন প্রতিবারে মুখের ভিতরের পুরো জায়গায় পানি প্রবাহিত হয়। রোজাদার না হলে গড়গড়াও করে নিন। তারপর ডানহাতেরই তিন অঞ্জলী পানি (প্রতিবারে আধা অঞ্জলী পানি যথেষ্ট) দিয়ে (প্রতিবারে পানির নল বন্ধ করে) তিনবার নাকের ভিতর নরম মাংস পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন। রোযাদার না হলে নাকের মূল (গোড়া) পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে দিন। বাম হাতের সাহায্যে নাক পরিষ্কার করে নিন এবং ছোট আঙ্গুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করান। তিনবার পুরো মুখমন্ডল এমনভাবে ধুয়ে নিন,

যেখান থেকে স্বাভাবিক ভাবে মাথার চুল গজায় সেখান থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো সীমায় পানি প্রবাহিত করুন। যদি দাঁড়ি থাকে এবং আপনি ইহরাম পরিধানকারী না হউন, তাহলে (পানির নল বন্ধ করে) এভাবে দাঁড়ি খিলাল করুন যে, আঙ্গুল গুলো গলার দিক থেকে প্রবেশ করিয়ে সামনের দিক থেকে বের করিয়ে দিন। অতঃপর আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে কনুই সহ তিনবার ডান হাত ধৌত করুন, এভাবে বাম হাতও ধৌত করুন। উভয়হাত অর্ধ বাহু পর্যন্ত ধোয়া মুস্তাহাব। {অধিকাংশ লোক অঞ্জলিপূর্ণ পানি নিয়ে হাতের কোষ হতে তিনবার এমনভাবে পানি ছেড়ে দেয় যেন কনুই পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়ে যায়। এরকম করা উচিত নয়। কারণ এতে কনুই ও বাহুর চতুর্পার্শ্বে পানি না পৌঁছার আশঙ্কা থাকে। অতএব বর্ণিত নিয়মেই হাত ধৌত করবে। এতে কনুই পর্যন্ত অঞ্জলীপূর্ণ পানি প্রবাহিত করার প্রয়োজন নেই বরং (শরয়ী অনুমতি ছাড়া) এরকম করা পানির অপচয়।} অতঃপর (পানির নল বন্ধ করে) মাথা মাসেহ এভাবে করুন যে, দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় বাদ দিয়ে দুই হাতের বাকি তিন তিন আঙ্গুল সমূহ পরস্পর মিলিয়ে নিন এবং কপালের চুল অথবা চামড়ার উপর রেখে পিছনের অংশ পর্যন্ত এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবেন যেন হাতের তালুগুলো মাথা থেকে পৃথক থাকে।

তারপর হাতের তালুগুলো পিছন থেকে কপাল পর্যন্ত এমনভাবে টেনে আনবেন যেন বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় মাথার সাথে স্পর্শ না হয়। অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা দুই কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মাসেহ করুন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং আঙ্গুলগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড়ের পিছনের অংশ মাসেহ করুন। কিছু কিছু লোক গলা ধৌত করে, হাতের কনুই ও কব্জিদ্বয় মাসেহ করে থাকেন। এটা কিন্তু সুন্নাত নয়। মাথা মাসেহ করার পূর্বে পানির নল ভালভাবে বন্ধ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অনর্থক পানির নল খোলা রাখা কিংবা অর্ধেক বন্ধ রাখার (কারণে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরতে থাকে) এটা গুনাহ্ ও অপচয়। অতঃপর প্রথমে ডান পা, তারপর বাম পা প্রত্যেকবার আঙ্গুল হতে শুরু করে গোড়ালির উপরিভাগ পর্যন্ত তিনবার ধৌত করুন। তবে মুস্তাহাব হলো, অর্ধ গোছা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। উভয় পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা সুন্নাত। খিলালের সময় পানির নল বন্ধ রাখুন। পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে, বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে বৃদ্ধাঙ্গল পর্যন্ত তারপর সে বাম হাতেরই কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গল থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুল পর্যন্ত খিলাল করা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "অযুর মধ্যে প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় যেন এ আশা করা হয় যে, আমার এ অঙ্গের গুনাহ্ বের হয়ে (ঝরে) যাচ্ছে।" **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)**

অযুর অবশিষ্ট পানির মধ্যে ৭০টি রোগের শিফা

লোটা ইত্যাদিতে অযু করার পর বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করার মধ্যে শিফা রয়েছে। যেমনিভাবে- আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত)"র ৪র্থ খন্ডের, ৫৭৫ থেকে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ননা করেন: অযুর বেঁচে যাওয়া পানির জন্য শরয়ী ভাবে মর্যাদা রয়েছে এবং **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণীত। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অযু করার পর অবশিষ্ট বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করে ছিলেন এবং একটি হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেটা পান করা ৭০টি রোগের জন্য শিফা স্বরূপ। তবে সেটা ঐ বিষয়ে যমযমের পানির সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এই ধরণের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা উচিত নয়। তানবিরুল আবছার নামক কিতাবে অযুর আদবের মধ্যে এটাও বর্ণিত হয়েছে; অযু করার পর অযুর অবশিষ্ট পানি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পান করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আল্লামা আব্দুল গণি নাবুলুছি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যখন আমি অসুস্থ হই, তখন অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা শিফা (আরোগ্য) লাভ করি। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঠিক নবুয়তি চিকিৎসার মধ্যে পাওয়া ইরশাদের উপর ভরসা করে আমি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়

পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করলো অতঃপর আসমানের দিকে দৃষ্টি দিলো এবং কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা করে সেটা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"

(সুনানে দারমী, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১৬)

দৃষ্টিশক্তি কখনো দুর্বল হবে না

যে ব্যক্তি অযু করার পর আসমানের তাকিয়ে "সূরায়ে কদর" পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবে না।

(মাসায়িলুল কোরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

অযুর পর "সুরায়ে কদর" পড়ার ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি অযু করার পর একবার 'সূরা কদর' পাঠ করবে, তাকে সিদ্দীকীনদের এবং যে ব্যক্তি দুইবার পাঠ করবে তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার (সূরা কদর) পাঠ করবে, তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** হাশরের ময়দানে নবীদের সাথে হাশর করাবেন।" **(কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬০৮৫। আল হাভী লিল ফতোওয়ায়ে লিস সুয়ূতী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর পর পাঠ করার দোয়া

(শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ)

যে অযু করার পর এই কলেমাটি পড়বে:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

অনুবাদ: তোমার সত্ত্বা পবিত্র আর হে আল্লাহ্! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দরবারে তাওবা করছি।

তখন এর উপর মোহর লাগিয়ে আরশের নীচে রেখে দেওয়া হয় এবং কিয়ামতের দিন এটা পাঠকারীকে দিয়ে দেওয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, নাম্বার- ২৭৫৪)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

অযুর পর এ দোয়াটি পড়ে নিন

(শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্**! আমাকে বেশি বেশি তাওবাকারীগণের মধ্যে শামিল করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করো।

(জামে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫৫)

অযুর ফরয ৪টি

❁ মুখমন্ডল ধৌত করা। ❁ কনুই সহ দু'হাত ধৌত করা। ❁ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা। ❁ টাখ্নু সহ দুই পা ধৌত করা। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩,৪,৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)**

ধৌত করার সংজ্ঞা

কোন অঙ্গকে ধৌত করার অর্থ হচ্ছে, ঐ অঙ্গের প্রতিটি অংশে কমপক্ষে দু ফোঁটা পানি প্রবাহিত করা। শুধুমাত্র ভিজে যাওয়া, পানিকে তেলের মত মালিশ করা অথবা এক ফোঁটা পানি প্রবাহিত করাকে "ধৌত করা" বলা যাবে না, আর না এইভাবে অযু গোসল আদায় হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

অযুর ১৪টি সুন্নাত

হানাফী মাযহাব মতে অযুর পদ্ধতিতে অযুর কিছু সুন্নাত ও মুস্তাহাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখন তার বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন: ✿ নিয়্যত করা ✿ بِسْمِ اللهِ পড়া। যদি অযুর পূর্বে কেউ بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه বলে, তাহলে যতক্ষণ অযু সহকারে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ তাঁর জন্য নেকী লিখতে থাকবে। ✿ উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া ✿ তিনবার মিসওয়াক করা ✿ তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে তিনবার কুলি করা, ✿ রোযাদার না হলে গড়-গড়া করা ✿ তিন অঞ্জলী পানি দিয়ে তিনবার নাকে পানি দেয়া। ✿ দাঁড়ি থাকলে (ইহরামে না থাকাবস্থায়) দাঁড়ি খিলাল করা। ✿ হাত ও ✿ পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা। ✿ সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা। ✿ কান মাসেহ্ করা ✿ অযুর ফরযগুলোতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। (অর্থাৎ প্রথমে মুখ তারপর কনুই সহ হাত ধোয়া, তারপর মাথা মাসেহ্ করা তারপর পা ধোয়া) আর ✿ একটি অঙ্গ শুকানোর আগে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

অযুর ২৯টি মুস্তাহাব

✿ কিবলামুখী হওয়া, ✿ উঁচু জায়গায়, ✿ বসা, ✿ পানি প্রবাহিত করার সময় অঙ্গসমূহের উপর হাত বুলানো,

✿ শান্তভাবে অযু করা, ✿ অযুর অঙ্গ সমূহ প্রথমে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া, বিশেষ করে শীতের সময়ে, ✿ অযু করার সময় প্রয়োজন ছাড়া কারো সাহায্য না নেয়া, ✿ ডান হাতে কুলি করা, ✿ ডান হাতে নাকে পানি দেয়া, ✿ বাম হাত দ্বারা নাক পরিস্কার করা, ✿ বামহাতের কনিষ্টাঙ্গুলী নাকে প্রবেশ করানো। ✿ আঙ্গুল সমূহের পিঠ দ্বারা ঘাঁড় মাসেহ্ করা, ✿ কান মাসেহ্ করার সময় হাতের ভিজা কনিষ্ঠাঙ্গুলী কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো, ✿ আংটি নাড়া দেওয়া, যখন আংটি ঢিলা হয় এবং আংটির নিচে পানি পৌঁছেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, আর যদি আংটি আঙ্গুলের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে তাহলে আংটি নেড়ে এর নিচে পানি পৌঁছানো ফরয। ✿ শরয়ী মাযুর (অক্ষম ব্যক্তি) না হলে নামাযের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই অযু করা। (শরয়ী মাযুরের বিস্তারিত বিধান এই রিসালা থেকে দেখে নিন) ✿ যারা পরিপূর্ণভাবে অযু করে অর্থাৎ যাদের কোন অঙ্গই পানি প্রবাহিত না হয়ে থাকে না তাদের জন্য নাকের দিকস্থ চোখের উভয় কোণা, টাখনু, গোড়ালি, পায়ের তালু, গোড়ালীর উপরের মোটা রগ, আঙ্গুল সমূহের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা, কনুই ইত্যাদি অঙ্গ সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা মুস্তাহাব, যাতে উক্ত অঙ্গ সমূহ শুষ্ক থেকে না যায়। আর যারা খামখেয়ালী তাদের জন্য অযুর সময় উক্ত জায়গাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা ফরয। কেননা, অধিকাংশের ক্ষেত্রে উক্ত জায়গাগুলো ধৌত করার পরও শুষ্ক থেকে যেতে দেখা গিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

আর এটা খামখেয়ালিপনারই কারণে হয়ে থাকে। এরূপ খামখেয়ালিপনা হারাম এবং বিশেষভাবে খেয়াল রাখা ফরয যাতে কোন অঙ্গ শুষ্ক থেকে না যায়। ✿ অযুর লোটা (বদনা) বাম দিকে রাখুন। যদি বড় গামলা বা পাতিল ইত্যাদি থেকে অযু করে, তাহলে ডান পাশে রাখুন। ✿ মুখমন্ডল ধোয়ার সময় কপালের উপর এমনভাবে পানি দেয়া যেন কপালের উপরের কিছু অংশও ধুয়ে যায়। ✿ মুখমন্ডল, ✿ হাত ও পায়ের উজ্জলতা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ যতটুকু জায়গা ধৌত করা ফরয তার চতুর্দিকের কিছু কিছু অংশ বাড়িয়ে ধৌত করা। যেমন- হাত ধোয়ার সময় কনুইর উপর বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত ও পা ধোয়ার সময় টাখনুর উপর গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধৌত করা। ✿ দুই হাতে মুখমন্ডল ধৌত করা। ✿ হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙ্গুল সমূহ থেকে ধোয়া শুরু করা। ✿ প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পর হাত বুলিয়ে অঙ্গ থেকে পানির ফোঁটাগুলো ফেলে দেয়া, যেন শরীর অথবা কাপড়ের উপর ফোঁটা ফোঁটা না ঝরে। বিশেষত: মসজিদে যাওয়ার সময়। কেননা, মসজিদের ফ্লোরে অযুর পানির ফোঁটা ফেলা মাকরূহে তাহরীমী। ✿ প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় ও মাথা মাসেহ করার সময় অযুর নিয়্যত কার্যকর রাখা। ✿ অযুর শুরুতে بِسْمِ الله পাঠ করার সাথে সাথে দরূদ শরীফ ও কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। ✿ বিনা প্রয়োজনে অযুর অঙ্গ সমূহ না মোছা, যদি নিতান্তই মুছতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ না শুকিয়ে সামান্য আদ্র (ভিজা) অবস্থায় রেখে দেয়া।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কেননা, কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। ✿ অযুর পর হাত না ঝাড়া, কারণ এটা শয়তানের জন্য পাখায় পরিণত হয়, ✿ পানি ছিটানোর সময় পায়জামার উক্ত অংশকে জামার প্রান্ত বা আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। অযুর সময় এমন কি সবসময় পায়জামার উক্ত অংশ জামার আচল বা চাদর ইত্যাদি দ্বারা ঢেকে রাখা উত্তম। যাতে ভেসে উঠা সতর দেখা না যায়। ✿ যদি মাকরূহ সময় না হয় তাহলে অযুর পর দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা, যাকে তাহিয়্যাতুল অযু বলা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৯৩-৩০০ পৃষ্ঠা)

অযুর ১৬টি মাকরূহ

✿ অযুর জন্য নাপাক জায়গায় বসা ✿ নাপাক জায়গায় অযুর পানি ফেলা ✿ অযুর অঙ্গ সমূহ থেকে লোটা (বদনা) ইত্যাদিতে ফোঁটা ফোঁটা পানি ফেলা, (মুখ ধোয়ার সময় পানিপূর্ণ অঞ্জলীতে সাধারণত মুখমন্ডল হতে পানির ফোটা পড়ে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন) ✿ কিবলার দিকে থুথু, কফ, কুলির পানি ইত্যাদি নিক্ষেপ করা ✿ প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা, ✿ অতিরিক্ত পানি খরচ করা (আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "বাহারে শরীয়াত (সংগৃহীত)" ১ম খন্ডের ৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: নাকে পানি দেয়ার সময় আধা অঞ্জলী থেকে বেশি পানি ব্যবহার করা অপচয়)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

✿ এত কম পানি ব্যবহার করা যাতে সুন্নাত আদায় হয় না। অতএব পানির নল এত বেশি খোলাও উচিত নয় যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পড়ে, আবার এত সামান্য পরিমাণ খোলাও উচিত নয় যাতে সুন্নাত আদায় না হয় বরং মধ্যম ভাবেই পানির নল খোলা উচিত। ✿ মুখে পানি মারা ✿ মুখে পানি দেয়ার সময় ফুঁক দেয়া ✿ এক হাতে মুখ ধোঁয়া কারণ এটা রাফেজী ও হিন্দুদের রীতি, ✿ গলা মাসেহ্ করা। ✿ বাম হাতে কুলী অথবা নাকে পানি দেয়া। ✿ ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা ✿ তিনবার নতুন পানি দিয়ে তিনবার মাথা মাসেহ্ করা, ✿ রোদের তাপে গরম করা পানি দিয়ে অযু করা, ✿ মুখ ধোয়ার সময় উভয় ঠোঁট ও উভয় চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধ রাখা। যদি ঠোঁট ও চোখের কিছু অংশও শুষ্ক থেকে যায় তাহলে অযুই হবে না। অযুর প্রতিটি সুন্নাত বর্জন করা মাকরূহ আর প্রতিটি মাকরূহ বর্জন করা সুন্নাত। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০০-৩০১ পৃষ্ঠা)**

রোদের তাপে গরম পানির ব্যাখ্যা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত (সংগৃহীত)" ১ম খন্ডের ৩০১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

যে পানি রোদের তাপে গরম হয়ে গেলো, সেটা দ্বারা অযু করা সম্পূর্ণভাবে মাকরূহ নয় বরং এতে কিছু শর্ত রয়েছে, যার আলোচনা পানির অধ্যায়ে আসবে এবং এর দ্বারা অযু করা মাকরূহে তানযীহি, তাহরিমী নয়। পানির অধ্যায় ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেন: যে পানি উষ্ণ দেশে গরম ঋতুতে স্বর্ণ রূপা ছাড়া অন্য কোন ধাতুর প্লেটের মধ্যে রোদে গরম হয়ে গলো। তখন যতক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকে এর দ্বারা অযু ও গোসল না করা উচিত এবং পান না করা উচিত। বরং শরীরের মধ্যে যাতে না পৌঁছে, যদিও কাপড় ভিজে যায়। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা না হয় সেটা পরিধান করা থেকে বেঁচে থাকবে। এই পানি ব্যবহারের দ্বারা শরীরে সাদা দাগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার পরও যদি কেউ অযু গোসল করে নেয়, হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০১,৩৩৪ পৃষ্ঠা)

ব্যবহৃত পানির গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

যদি অযুহীন ব্যক্তির হাত, আঙ্গুলের মাথা, নখ অথবা শরীরের এমন কোন অংশ যা অযুতে ধৌত করা হয়, জেনে শুনে অথবা ভূলবশত ১০০ বর্গগজ কম পানিতে (যেমন-পানি ভর্তি বালতি অথবা লোটা (বদনা) ইত্যাদিতে) পড়ে, তাহলে এটা ব্যবহৃত পানি হয়ে গেলো। ঐ পানি দ্বারা অযু ও গোসল করা যাবে না। অনুরূপ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার শরীরের কোন ধৌতহীন অঙ্গ যদি পানিতে স্পর্শ করে ঐ পানিও অযু-গোসলের জন্য উপযুক্ত নয়।

হ্যাঁ! ধৌত করা কোন হাত বা অঙ্গ যদি পড়ে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা) (ব্যবহৃত পানি ও অযু-গোসলের বিস্তারিত আহকাম শিখার জন্য "বাহারে শরীয়াত" ২য় খন্ড অধ্যয়ন করুন)

মাটি মিশ্রিত পানি দ্বারা অযু হবে কিনা?

✿ পানির মধ্যে যদি বালি কাদা মিশ্রিত হয়ে যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মসৃণ থাকে এর দ্বারা অযু জায়েয। আমি বলি (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি বলছি") কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া কাদা মিশ্রিত পানি দ্বারা অযু করা নিষেধ যেহেতু আকৃতি বিকৃত অর্থাৎ আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়াটা শরয়ী ভাবে হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬৫০ পৃষ্ঠা) জানা গেলো; মুখে এই ধরণের মাটি মিশ্রিত করা যার দ্বারা আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় বা মুখ কালো করা। যেমনিভাবে অনেক সময় চোর কয়লা ইত্যাদি দিয়ে মুখ কালো করে দেয়। এটা হারাম ইচ্ছাকৃত ভাবে কাফেরের ও বিকৃত করা অর্থাৎ চেহারা পরিবর্তন করা জায়েয নেই। ✿ যেই পানিতে কোন দূর্গন্ধ যুক্ত জিনিস পাওয়া যায় এর দ্বারা অযু করা মাকরূহ। বিশেষ করে এর দূর্গন্ধ নামাযের মধ্যেও বিদ্যমান থাকে এর দ্বারা নামায মাকরূহে তাহরিমী হবে। (প্রাগুক্ত, ৬৫০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

পান ভক্ষনকারী মনোযোগ দিন

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, অলীয়ে নেয়ামত, আজীমুল বারাকাত, আজীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদ'আত, 'আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বা-ইছে খাইরু বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যারা পান ভক্ষণে বেশি পরিমাণে অভ্যস্থ এবং যাদের দাঁতগুলো বিশেষত ফাঁকা, অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সুপারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা এবং পানের ছোট ছোট টুকরা তাদের মুখের ভিতর বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে স্থান দখল করে নেয় যে, সেগুলো তিনবার নয় বরং দশবার কুলি করেও পরিপূর্ণভাবে পরিস্কার করা সম্ভব হয় না। খিলাল বা মিসওয়াক কোন কিছুর দ্বারাই এগুলোকে বের করে আনা যায় না। একমাত্র মুখের ভিতর পানি নিয়ে তা ভালভাবে নাড়া-চাড়া করেই মুখের বিভিন্ন অংশ ও দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকা পান ও সুপারীর সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো আস্তে আস্তে বের করে আনা সম্ভব হয়। তাই এ ক্ষেত্রে কুলি করার নির্ধারিত কোন সংখ্যা হতে পারে না এবং এই পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কঠোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে: "যখন মানুষ নামাযে দন্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশতা তার মুখ ঐ নামাযীর মুখের সাথে লাগিয়ে দেয় এবং মানুষ নামাযের মধ্যে যা কিছু পড়ে তা তার মুখ থেকে বের হয়ে ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।" তাই নামাযরত অবস্থায় মানুষের দাঁতের ফাঁকে কোন খাদ্যকণা থাকলে তাতে ফিরিশতার এমন কষ্ট হয় যেরূপ কষ্ট অন্য কিছু দ্বারা হয় না।

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের কেউ রাতের বেলায় নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন উচিত হচ্ছে; নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করে নেওয়া। কেননা, সে যখন নামাযে কিরাত পাঠ করে, তখন ফিরিশতা তার মুখ ঐ নামাযীর মুখের সাথে লাগিয়ে দেয় এবং নামাযরত অবস্থায় যা কিছু ঐ নামাযীর মুখ থেকে নির্গত হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।" আল্লামা তাবরানী তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কাবীর" এ হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন: "দুজন ফিরিশতার নিকট এর চেয়ে কষ্টদায়ক বস্তু আর কিছুই নেই যে, তারা তার সাথীদের নামাযরত অবস্থায় দেখতে পায়, অথচ তার দাঁতে খাদ্য কণা আটকে রয়েছে।" **(আল মুজামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৬১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৬২৪, ৬২৫ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

সুফী তত্ত্বের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামীদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অযু থেকে অবসর হয়ে যখন আপনি নামাযের ইচ্ছা পোষণ করবেন তখন এ ধ্যান করুন যে, যে সকল প্রকাশ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর মানুষের দৃষ্টি পড়ে ঐগুলোতো পাক হয়ে গেলো কিন্তু অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মুনাজাত করা একটা নির্লজ্জতা। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** অন্তর দেখেন। তিনি আরো বলেন: প্রকাশ্য অযুকারীর (পবিত্রতা অর্জনকারীর) এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, অন্তরের পবিত্রতা তাওবা, গুনাহ্ বর্জন ও সুন্দর চরিত্র গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অন্তরকে পাপের ময়লা থেকে পরিস্কার করে না শুধু বাহ্যিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতি যত্নবান হয় তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে বাদশাহকে তার ঘরে আমন্ত্রণ করলো এবং বাদশাহের আগমন উপলক্ষ্যে তার ঘরের বাইরে খুবই সাজসজ্জা ও চাকচিক্য করলো অথচ ঘরের ভিতর অপরিস্কার, নোংরা ও ময়লা আবর্জনা পূর্ণ রেখে দিল। এখন বাদশাহ তার ঘরে আগমন করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে যখন ময়লা আবর্জনা ও দুর্গন্ধ দেখতে পাবেন তখন তিনি কি খুশী হবেন না অসন্তুষ্ট হবেন, তা প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই সহজে অনুধাবন করতে পারে। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ক্ষত ইত্যাদি থেকে রক্ত বের হওয়ার ৫টি হুকুম

✿ রক্ত, পুঁজ বা হলুদ রঙের পানি শরীরের কোন স্থান থেকে বের হয়ে এমন স্থানে গড়িয়ে পড়ল বা গড়িয়ে পড়ার শক্তি ছিলো যা ধৌত করা অযু বা গোসলের মধ্যে ফরয। তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা) ✿ রক্ত যদি দেখা যায় বা বের হয় কিন্তু গড়িয়ে পড়েনি, যেমন- সূঁচের মাথা বা ছুরির ধারালো প্রান্ত ইত্যাদি বিদ্ধ হওয়ার কারণে রক্ত বের হয় বা দেখা গেলো অথবা দাঁত খিলাল করলো বা মিসওয়াক করলো বা আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজলো অথবা দাঁত দ্বারা কোন জিনিস যেমন-আপেল ইত্যাদি কামড় দিলো এবং এতে রক্তের চিহ্ন দেখা গেলো অথবা নাকের ছিদ্রে আঙ্গুল প্রবেশ করাল এবং এতে রক্তের লালচে রং দেখা গেলো কিন্তু তা প্রবাহিত হওয়ার মত ছিলো না তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত) ✿ যদি রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে না পৌঁছে যা ধৌত করা অযু বা গোসলের মধ্যে ফরয, যেমন-চোখে দানা ছিলো তা ফেঁটে বের না হয়ে ভিতরেই রয়ে গেলো। অথবা রক্ত বা পুঁজ বের না হয়ে কানের ভিতরেই রয়ে গেলো অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত, ২৭ পৃষ্ঠা) ✿ ক্ষতস্থান খুবই বড় এবং এতে আর্দ্রতাও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আর্দ্রতা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত হবে না অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত) ✿ জখমের (ক্ষতস্থানের) রক্ত বারবার মুছে ফেলার কারণে প্রবাহিত হতে পারেনি। এখন দেখতে হবে যতগুলো রক্ত মুছে ফেলা হলো,

তা প্রবাহিত হওয়ার মতো ছিলো কিনা? যদি প্রবাহিত হওয়ার মত ছিলো তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি প্রবাহিত হওয়ার মত না হয়ে থাকে, তাহলে অযু ভঙ্গ হলো না। (প্রাগুক্ত)

ঠান্ডার কারণে অঙ্গ ফেঁঠে যায় তখন .....

ঠান্ডা ইত্যাদির কারণে যদি অঙ্গ ফেঁঠে যায়, ধৌত করতে পারলে ধৌত করবে। ঠান্ডা পানি ক্ষতি করলে তখন পানি গরম করার সামর্থ থাকলে করাটা ওয়াজীব। আর যদি গরমের দ্বারাও ক্ষতি হয়, তবে মাসেহ করবে। যদি মাসেহ দ্বারাও ক্ষতি হয়, তখন এর উপর যে পট্টি বা ঔষধের প্রলেপ রয়েছে এর উপর পানি প্রবাহিত করবে। এটাও যদি ক্ষতি হয়, তখন ঐ পট্টি বা ঔষধের প্রলেপের উপর পরিপূর্ণ মাসেহ করবে। এর দ্বারাও যদি ক্ষতি হয়, তবে ছেড়ে দিবে। এটা ক্ষমা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬২০ পৃষ্ঠা)

অযুর মধ্যে মেহেদী ও সূরমার মাসয়ালা

❁ মহিলার হাতে পায়ে মেহেদীর চিহ্ন লেগে রয়েছে আর খবর নেই, তখন অযু ও গোসল হয়ে যাবে। হ্যাঁ! যখন বুঝতে পারবে তখন সেটা উঠিয়ে পানি প্রবাহিত করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬১৩ পৃষ্ঠা) ❁ সূরমা যদি চোখের কোনে বা পলকে থেকে যায়, আর খবর নেই। বাহ্যিক ভাবে কোন অসুবিধা নেই এবং নামাযের পর যদি চোখের কোণায় অনুভূত হয়, তবে কোন ভয় নেই, নামায হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ইনজেকশান নিলে অযু ভঙ্গ হবে কিনা?

❁ মাংসের মধ্যে ইনজেকশান দেয়ার পর যদি প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত বের হয়, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ❁ শিরায় ইনজেকশান দিয়ে প্রথমে উপরের দিকে যে রক্ত টানা হয় তা যেহেতু প্রবাহিত হওয়ার মত, তাই এর দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে ❁ গ্লোকোজ ইত্যাদির স্যালাইন শিরার মধ্যে লাগালে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এতে প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত নলীতে এসে যায়। আর যদি প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত নলীতে না আসে তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। ❁ পরীক্ষা করানোর জন্য সিরিঞ্জের মাধ্যমে যে রক্ত বের করা হয় তা দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ এতে প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত বের হয়ে থাকে। আর এ রক্ত প্রস্রাবের মতও নাপাক। তাই এরূপ রক্ত পূর্ণ শিশি পকেটে নিয়ে নামায আদায় করলে নামায হবে না। তাছাড়া রক্ত বা প্রস্রাবের শিশি যদিও তা ভালভাবে বন্ধ, মসজিদের ভিতর নিয়ে যেতে পারবে না, নিয়ে গেলে গুনাহগার হবে।

অসুস্থ চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুর বিধান

❁ চোখের অসুখের কারণে চোখ থেকে যে অশ্রু প্রবাহিত হয় তা নাপাক। আর এরূপ অশ্রু দ্বারা অযুও ভঙ্গ হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

আফসোস! অধিকাংশ লোক এ মাসয়ালা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে রুগ্ন চক্ষু হতে যে অশ্রু প্রবাহিত হয় তাকে সাধারণ অশ্রুর মত মনে করে আস্তিন বা জামার আচল ইত্যাদি দ্বারা মুছে কাপড় নাপাক করে ফেলে। ✿ অন্ধ ব্যক্তির চোখ হতে রোগের কারণে যে পানি বের হয় তা নাপাক এবং তা দ্বারা অযুও ভঙ্গ হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

পাক এবং নাপাক আর্দ্রতা

✿ মানুষের শরীর থেকে যে তরল আর্দ্রতা বের হয়, আর অযু ভঙ্গ করে না, তা পাক। উদাহরণ স্বরূপ- রক্ত বা পূঁজ বের হয়ে গড়িয়ে না পড়লে অথবা সামান্য বমি যা মুখ ভর্তি নয়, তা পাক।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

ফোস্কা ও ফোঁড়া

✿ যদি ফোস্কা নখে আঁচড়িয়ে তুলে ফেলা হয় আর পানি প্রবাহিত হয়, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে, অন্যথায় নয়। **(প্রাগুক্ত, ৩০৫ পৃষ্ঠা)** ✿ ফোঁড়া সম্পূর্ণ সুস্থও হয়ে গেছে কিন্তু উপরে মরা চামড়া বাকি রয়েছে, যাতে মুখ ও ভিতরে শূন্য জায়গা আছে। যদিঐ শূন্য জায়গা পানিতে ভরে যায় আর ঐ পানি চেপে বের করা হয়, তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। ঐ বের করা পানি নাপাকও নয়। হ্যাঁ, যদি ঐ শূন্য জায়গার ভিতর থেকে বের করা পানিতে রক্ত ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকে,

তাহলে অযুও ভঙ্গ হবে আর ঐ পানিও নাপাক হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা) ✿ খোস-পাঁচড়া অথবা ফোঁড়ার মধ্যে যদি প্রবাহিত হওয়ার মত তরল পদার্থ না থাকে, শুধুমাত্র আদ্র থাকে, যাতে বার বার কাপড় লেগে যায়, ঐ লাচা পাক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) ✿ নাক পরিষ্কার করার পর যদি নাক থেকে জমাট রক্ত বের হয় তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। তবে অযু করে নেয়া উত্তম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

বমি দ্বারা কখন অযু ভঙ্গ হয়?

মুখভর্তি বমিতে যদি খাদ্য, পানি বা পিত্তরঙের তিক্ত পানি নির্গত হয় তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। যে বমিকে নিবারণ করা খুবই কষ্টকর তাকে মুখভর্তি বমি বলে। মুখভর্তি বমি প্রস্রাবের মতই নাপাক। তাই এরূপ বমির ছিটা থেকে কাপড় ও শরীর রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৬ এবং ৩৯০ পৃষ্ঠা)

হাসির হুকুম

(১) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অট্টহাসি দিলো অর্থাৎ এত জোরে হাসল যে পার্শ্ববর্তী লোকেরা তা শুনে ফেললো, তাহলে অযুও ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং নামাযও ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এমন আওয়াজে হাসে যে, হাসির আওয়াজ শুধু সে নিজেই শুনতে পায়। তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, অযু ভঙ্গ হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

আর মুচকি হাসি দিলে অযু নামায কিছুই ভঙ্গ হয় না। কেননা, মুচকি হাসিতে মোটেই আওয়াজ হয় না, শুধুমাত্র দাঁত দেখা যায়। (মারাকিউল ফালাহ, ৬৪ পৃষ্ঠা) (২) কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি জানাযার নামাযে অট্টহাসি দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত) (৩) নামাযের বাইরে অট্টহাসি দিলে অযু ভঙ্গ হবে না তবে পুনরায় অযু করা মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ, ৬০ পৃষ্ঠা) আমাদের **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দেননি। তাই অট্টহাসি বর্জন করে এবং উচ্চ স্বরে না হেসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ প্রিয় সুন্নাতকে জীবন্ত রাখার প্রতি আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "وَالْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطٰنِ اَلتَّبَسُّمُ مِنَ اللهِ تَعَالٰى অর্থাৎ- আর অট্টহাসি শয়তানের পক্ষ থেকে মুচকি হাসি **আল্লাহ্**র পক্ষ থেকে।"

(আল মুজামুল সাগীর লিত তাবরানী, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

সতর দেখা গেলে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?

জন সাধারণের মধ্যে প্রচলন আছে যে, হাঁটু বা সতর খুলে গেলে, নিজের কিংবা অপরের সতর দেখা গেলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু এটা একেবারে ভুল। হ্যাঁ! অযুর সময় নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সমস্ত সতর ঢেকে রাখা অযুর আদব। বরং প্রস্রাব ও পায়খানা সেরে তাড়াতাড়ি সতর ঢেকে ফেলা উচিত। কেননা, বিনা প্রয়োজনে সতর খোলা রাখা নিষেধ এবং জন সম্মুখে সতর খোলা হারাম।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

গোসলের অযুই যথেষ্ট

গোসলের জন্য যে অযু করা হয়, সেটাই যথেষ্ট, যদিও উলঙ্গাবস্থায় গোসল করে থাকে। গোসলের পর দ্বিতীয়বার অযু করা জরুরী নয়। যদি গোসলের পূর্বে অযু নাও করা হয়, তবুও গোসলের মাধ্যমে অযুর অঙ্গসমূহে পানি প্রবাহিত হওয়ার কারণে অযু হয়ে যায়, নতুনভাবে অযু করার দরকার নেই। কাপড় পাল্টানোর কারণে অযু ভঙ্গ হয় না।

থুথুর মধ্যে রক্ত

(১) মুখ থেকে রক্ত বের হলো, থুথুর উপর যদি রক্তের প্রাধান্য থাকে, তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। রক্তের প্রাধান্য বুঝার পদ্ধতি হচ্ছে; যদি থুথুর রং লাল হয়, তাহলে বুঝতে হবে এতে রক্তের প্রাধান্য আছে, তাই অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এ লাল (থুথু) নাপাকও। যদি থুথুর রং হলুদ হয়, তবে বুঝতে হবে এতে রক্তের উপর থুথুর প্রাধান্য আছে। অতএব অযু ভঙ্গ হবে না, আর এ হলুদ বর্ণের থুথু নাপাকও নয়। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)**
(২) মুখ থেকে এত বেশি পরিমাণ রক্ত বের হলো যে, থুথু লাল হয়ে গেলো, এমতাবস্থায় কুলি করার জন্য লোটা (বদনা) অথবা গ্লাসে মুখ লাগিয়ে পানি নিলে লোটা (বদনা), গ্লাস ও সবটুকু পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ সময় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে হাতের কোষে পানি নিয়ে কুলি করতে হবে। আর কুলির পানির ছিঁটা যেন কাপড় ইত্যাদিতে না পড়ে সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

অযুর মধ্যে সন্দেহ আসার ৫টি বিধান

❁ অযুকালীন সময়ে যদি কোন অঙ্গ ধৌত করা না করার ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগে এবং এ সন্দেহ জীবনে প্রথম বারের মত ঘটে থাকে, তাহলে সে অঙ্গ ধুয়ে নিন। আর যদি এরূপ সন্দেহ প্রায়ই ঘটে থাকে, তাহলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। অনুরূপ অযুর পরেও যদি কোন অঙ্গ ধৌত করা না করার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তার প্রতি কোন দৃষ্টি দিবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) ❁ আপনি অযু অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু এখন আপনার অযু আছে কিনা, তাতে আপনার সন্দেহ সৃষ্টি হলো। এমতাবস্থায়ও আপনার অযু বহাল থাকবে নতুন ভাবে আপনাকে অযু করতে হবে না। কেননা, সন্দেহের কারণে অযু ভঙ্গ হয় না। (প্রাগুক্ত, ৩১১ পৃষ্ঠা) ❁ প্ররোচনার কারণে অযু ভেঙ্গে গেছে মনে করে পুনরায় অযু করা সাবধানতা অবলম্বন করা নয় বরং তা শয়তানেরই অনুকরণ মাত্র। (প্রাগুক্ত) ❁ নিশ্চিতভাবে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত অযু অবস্থায় থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত অযু ভঙ্গ হওয়ার উপর শপথ করে বলার মত আপনার প্রবল ধারণা না জন্মে। ❁ আপনার স্মরণ আছে যে, আপনার একটি অঙ্গ অধৌত রয়ে গেছে। তবে কোন অঙ্গটি অধৌত রয়ে গেছে তা আপনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না, এমতাবস্থায় আপনি বাম পা ধুয়ে নিন। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়া ও না হওয়ার বর্ণনা

নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার দু'টি শর্তঃ (১) নিদ্রার সময় উভয় নিতম্ব ভালভাবে সংযুক্ত না থাকা। (২) অচেতন অবস্থায় নিদ্রার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা না হওয়া। দুটি শর্ত এক সাথে পাওয়া গেলে অর্থাৎ নিদ্রার সময় উভয় নিতম্ব ভালভাবে সংযুক্ত না থাকলে এবং অচেতন অবস্থায় ঘুমালে নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর একটি শর্ত পাওয়া গেলে এবং অপরটি পাওয়া না গেলে নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না।

নিম্নোক্ত দশ ধরনের নিদ্রাতে অযু ভঙ্গ হয় নাঃ (১) উভয় নিতম্ব জমিনের সাথে সংযুক্ত রেখে এবং উভয় পা এক দিকে প্রসারিত করে বসা অবস্থায় ঘুমালে। চেয়ার, বাস ও রেল গাড়ির আসনে বসা অবস্থায় ঘুমালেও একই হুকুম। (২) উভয় নিতম্ব জমিনের সাথে সংযুক্ত রেখে এবং উভয় হাত দ্বারা উভয় পায়ের গোছাকে বেষ্টন করে বসা অবস্থায় ঘুমালে। চাই হাত জমিনের উপর রাখুক বা মাথা হাঁটুর উপর রাখুক। (৩) জমিন, পালঙ্ক, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদিতে চারজানু হয়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। (৪) দু'জানু করে সোজা হয়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। (৫) ঘোড়া বা খচ্চরের জিন সজ্জিত পৃষ্ঠে আরোহণ অবস্থায় ঘুমালে। (৬) জীবজন্তু উঁচু ভূমিতে আরোহণের সময় বা সমতল ভূমিতে চলার সময় এদের জিনশূন্য পৃষ্ঠে সাওয়ার অবস্থায় ঘুমালে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৭) উভয় নিতম্ব সংযুক্ত রেখে বালিশ বা অন্য কোন কিছুতে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। যদিও তা সরিয়ে ফেলা হলে সে পড়ে যাবে। (৮) দন্ডায়মান অবস্থায় ঘুমালে। (৯) রুকু অবস্থায় ঘুমালে। (১০) পেট উরুর সাথে এবং বাহু পার্শ্বের সাথে না লাগিয়ে পুরুষেরা যেরূপ সুন্নাত মোতাবেক সিজদা করে থাকে, সেরূপ সিজদারত অবস্থায় ঘুমালে।

ঘুমানোর উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো চাই নামাযরত অবস্থায় পাওয়া যাক বা নামাযের বাহিরে পাওয়া যাক সর্বাবস্থায় অযু ভঙ্গ হবে না এবং নামাযরত অবস্থায় পাওয়া গেলে নামাযও ভঙ্গ হবে না, যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে থাকুক না কেন। অবশ্য নামাযের যে সমস্ত রুকন ঘুমন্ত অবস্থায় আদায় করা হয়েছে তা পুনরায় আদায় করে দিতে হবে।আর যদি জাগ্রত অবস্থায় নামায বা নামাযের কোন রুকন শুরু করে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে নামাযের যে অংশ জাগ্রত অবস্থায় আদায় করা হয়েছে তা আদায় হয়ে যাবে আর ঘুমন্ত অবস্থায় যা আদায় করা হয়েছে তা পুনরায় আদায় করে দিতে হবে।

নিম্নোক্ত দশ ধরনের নিদ্রাতে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়: (১) পয়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। (২) চিৎ হয়ে শয়ন করা অবস্থায় ঘুমালে, (৩) উপুড় হয়ে শয়ন করা অবস্থায় ঘুমালে, (৪) ডান কাতে বা বাম কাতে শয়ন করা অবস্থায় ঘুমালে, (৫) এক কনুইতে ঠেস দিয়ে বা এক হাতের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(৬) বসে ঘুমানোর সময় এক দিকে ঝুঁকে পড়লে এবং এক অথবা উভয় নিতম্ব উঠে গেলে। (৭) জীবজন্তু নিচু ভূমিতে নামার সময় এদের জিনশূন্য পৃষ্ঠে সাওয়ার অবস্থায় ঘুমালে, (৮) পেট উরুর উপর রেখে দু'জানু হয়ে বসে ঘুমানোর সময় উভয় নিতম্ব সংযুক্ত না থাকলে, (৯) মাথা উরু ও পায়ের গোছার উপর রেখে চার জানু হয়ে বসাবস্থায় ঘুমালে। (১০) পেট উরুর সাথে এবং বাহু পার্শ্বের সাথে লাগিয়ে এবং উভয় হাত মাটিতে বিছিয়ে মহিলারা যেরূপ সিজদা করে থাকে, সেরূপ সিজদারত অবস্থায় ঘুমালে।

ঘুমানোর উপরোক্ত পদ্ধতি গুলো নামাযরত অবস্থায় পাওয়া যাক বা নামাযের বাইরে পাওয়া যাক, সর্বাবস্থায় অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতঃপর যদি উক্ত পদ্ধতিতে ইচ্ছাকৃত ঘুমায় তখন নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুমালে নামায ভঙ্গ হবে না তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় নতুনভাবে অযু করে অবশিষ্ট নামায যেখানেই ঘুম এসেছিল সেখান থেকেই নির্দিষ্ট শর্তাবলী পালন সহ আদায় করে দিতে হবে, যেখানে ঘুম এসে ছিলো । আর শর্ত জানা না থাকলে নতুনভাবে সম্পূর্ণ নামায পুনরায় আদায় করে দিন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৩৬৫, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর অযু এবং ঘুম মোবারক

আম্বীয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অযু ঘুমানোর দ্বারা ভঙ্গ হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ফায়েদা: আম্বীয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام চক্ষু ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না, ✿ কতিপয় অযু ভঙ্গ করা জিনিস আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জন্য এই ভাবে অযু ভঙ্গের কারণ নয়। তাদের থেকে সেগুলো প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ- পাগল হওয়া বা নামাযের মধ্যে অট্ট হাঁসি। ✿ বেহুশ হওয়াটা আম্বীয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام শরীরের উপর প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু অন্তর ঐ অবস্থায়ও সজাগ ও জাগ্রত থাকে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৭৪০ পৃষ্ঠা)

মসজিদ সমূহের অযুখানা

মিসওয়াক করার কারণে অনেক সময় দাঁত দিয়ে রক্ত বের হওয়ার ফলে থুথু লাল হয়ে নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু আফসোস! এর থেকে বাঁচার কোন তৎপরতা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। অধিকাংশ মসজিদের অযুখানাগুলোও ততবেশি গভীর করে তৈরী করা হয় না। ফলে অযু করার সময় লাল থুথু বিশিষ্ট কুলির নাপাক পানির ছিটা কাপড় বা শরীরে গিয়ে পড়ে তা নাপাক হয়ে যায়। অনুরূপ ঘরে নির্মিত গোসলখানার সমতল ও কঠিন মেঝে অযু করার সময়ও অযুর পানির ছিটা অধিক হারে কাপড় বা শরীরে গিয়ে পড়ে থাকে। তাই এর থেকেও সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ঘরে অযুখানা তৈরী করুন

বর্তমানে মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেসিনে অযু করার প্রচলন দেখা যায়, যা মুস্তাহাবের পরিপন্থী। আফসোস! আজকাল মানুষেরা নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য অনেক বড় বড় বিলাস বহুল দালানকোঠা নির্মাণ করে থাকলেও এতে সামান্য একটি ছোট্ট অযুখানা তৈরী করতে তারা কার্পন্যতা বোধ করে। তাই সুন্নাতের প্রতি আন্তরিকতা আছে এমন ইসলামী ভাইদের প্রতি আমার মাদানী আবেদন, সম্ভব হলে আপনারা প্রত্যেকেই আপনাদের ঘরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্বলিত পাইপ বিশিষ্ট একটি অযুখানা তৈরী করে নিবেন। তবে অযুখানা বানানোর সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন, পানির ধারা যাতে সোজা মেঝেতে না পড়ে ঢালু জায়গায় গিয়ে পড়ে সেভাবে পাইপের নল ফিট করা হয়। অন্যথায় অযু করার সময় দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে সে রক্ত মিশ্রিত কুলির নাপাক পানির ছিটা কাপড় বা শরীরে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনি যদি সে ছিটা থেকে বাঁচার যথাযথ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি অযুখানা নির্মাণ করতে চান তাহলে এই রিসালার শেষে অযুখানার প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করেই করতে পারেন। ওয়াটার ক্লজেট তথা **W.C** তে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার সময়ও সচরাচর পায়ের গোড়ালীর দিকে নাপাক পানির ছিটা এসে পড়ে। তাই শৌচকর্মের পর উভয় পা ভালভাবে ধৌত করে নেবেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” **(কানযুল উম্মাল)**

অযুখানা বানানোর নিয়ম

পারিবারিক অযুখানার দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ৪২" ইঞ্চি এবং পৌন ৪৯" ইঞ্চি প্রস্থ, উচ্চতা জমিন থেকে পৌন ১৪" ইঞ্চি। উচ্চতা ১৪" ইঞ্চির উপরে থাকবে, সাড়ে ৭" ইঞ্চি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য এক সিড়ি থেকে অন্য সিড়ি পর্যন্ত সাড়ে ৩২" ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট সিড়ির ধাপের ন্যায় একটি বৈঠকখানা। বৈঠকখানাটি অযুখানার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ যে কোন বরাবরই হতে পারবে। বৈঠকখানা এবং সম্মুখস্থ দেয়ালের মাঝখানেব ব্যবধান থাকবে ২৫" ইঞ্চি। অযুখানাটির সামনের দিকে এমনিভাবে ঢালু **(SLOPE)** করতে হবে যাতে নালা সাড়ে ৭" ইঞ্চির বেশি না হয়। পা রাখার স্থান পায়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য বেশি সর্বোচ্চ সাড়ে ১১" ইঞ্চি নিচুতে করতে হবে। এর পুরো জায়গায় সম্মুখস্থ স্থানে সাড়ে ৪" ইঞ্চি উঁচু নিচু করবে যাতে ঘষার ফলে পায়ের ময়লা (বিশেষ করে ঠান্ডার সময়) বের হয়ে চলে যায়। **L** বা **U** সাইজের একটি বক্র নল মাটি হতে ৩২" ইঞ্চি উপরে স্থাপন করতে হবে। এভাবে অযুখানা তৈরী করে পানির নল খুলে দেয়া হলে পানির ধারা ঢালু পায়োনালিতে গিয়ে পড়বে এবং আপনার জন্য দাঁতের রক্ত ইত্যাদি নাজাসাত হতে বেঁচে থাকা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সহজ হয়ে যাবে। সামান্য সংস্কার করে মসজিদ সমূহেও অনুরূপ অযুখানা তৈরী করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

নোটঃ যদি টাইলস লাগাতে হয়, তবে কম পক্ষে ঢালু জায়গায় সাদা রঙের লাগান, যাতে মিসওয়াক করার দ্বারা যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে থুথু ইত্যাদি নজরে পড়ে।

অযুখানার ৯টি মাদানী ফুল

(১) সম্ভব হলে এই রিসালার শেষে অযুখানার প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করেই নিজের ঘরে অযুখানা তৈরী করুন।

(২) রাজমিস্ত্রিদের প্রদত্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রদত্ত নকশা অনুসারে নির্মিত পারিবারিক অযুখানার পা রাখার স্থান **(SLOPE)** দুই ইঞ্চি রাখুন।

(৩) যদি একাধিক নল লাগাতে হয়, তবে দুই নলে মাঝখানে পঁচিশ ইঞ্চির ব্যবধান রাখুন।

(৪) অযুখানার নলে প্রয়োজনানুসারে কাপড় বা প্ল্যাস্টিকের ছিপি লাগিয়ে নিন।

(৫) যদি পাইপ দেয়ালের বাইরে লাগিয়ে থাকে, প্রয়োজন অনুসারে বৈঠকখানা আরো এক বা দুই ইঞ্চি দূরে করুন।

(৬) সর্বোত্তম হবে কাজ অসম্পূর্ণ থাকা অবস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে দু-একবার বসে বা অযু করে ভালভাবে দেখে তারপর কাজ সম্পূর্ণ করা।

(৭) অযুখানা, গোসলখানা ইত্যাদির মেঝে টাইল্স লাগাতে হলে অমসৃন ও খশখশে **(SLIP RESISTANCE)** লাগাবেন যাতে পিছলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

(৮) পা রাখার স্থানের কিনারা এবং এর নিচের ঢালু অংশ কমপক্ষে দুই ইঞ্চির পাথুরে, খুবই খশখশে এবং গোলাকার করুন। যাতে প্রয়োজনে পা ঘষে পায়ের ময়লা পরিস্কার করা যায়।

(৯) বাবুর্চিখানা, গোসলখানা, পায়খানা, উন্মুক্ত আঙ্গিনা, ঘরের ছাদ, মসজিদের অযুখানা এবং যেখানেই পানি প্রবাহিত করার প্রয়োজন আছে সে সমস্ত স্থানের ঢালু রাজমিস্ত্রি যা বলবে তার চেয়ে দেড়গুণ বেশি করুন। যেমন সে দুই ইঞ্চি রাখতে বললে আপনি তিন ইঞ্চি রাখুন। রাজমিস্ত্রি তো বলবে আপনি কোন চিন্তা করবেন না এক ফোটা পানিও আটকে থাকবে না। আপনি যদি তার কথা অন্ধভাবে মেনে নেন তাহলে ঢালু সমান নাও হতে পারে। তাই তার কথার উপর নির্ভর না করে নিজের সুবিধা মত কাজ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর উপকারীতা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। কেননা, বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঝের বিভিন্ন স্থানে পানি আটকে থাকতে দেখা যায়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

যাদের অযু থাকে না, তাদের জন্য ৬টি বিধান

(১) প্রস্রাবের ফোঁটা ঝরলে, বায়ু নির্গত হলে, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা পূঁজ বের হয়ে গঁড়িয়ে পড়লে, চোখের অসুখের কারণে চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হলে, নাক, কান ও স্তন দিয়ে পানি বের হলে ফোঁড়া বা ক্ষত ইত্যাদি হতে তরল পদার্থ প্রবাহিত হলে, ডায়রিয়া হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি কেউ এরূপ দুরারোগ্য রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং সর্বদা তার সাথে সে রোগ ব্যাধি লাগা থাকার কারণে সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের সম্পূর্ণ সময়সীমাতে অযু করে ফরয নামায আদায় করতে না পারে, তাহলে সে শরীয়াতের দৃষ্টিতে (মাযুর) অক্ষম হিসেবে গণ্য হবে। তাই সে এক অযু দ্বারা সে ওয়াক্তের মধ্যে ফরয, নফল যত নামাযই আদায় করতে চায় আদায় করতে পারবে। উল্লেখিত রোগের কারণে তার অযু ভঙ্গ হবে না। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)** এই মাসয়ালাটি আরো সহজ ভাষায় বুঝানোর চেষ্টা করছি; এ ধরণের রোগী নারী পুরুষ তাদের অক্ষমতা শরয়ী হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে এভাবেই পরীক্ষা করুন, যে কোন দুই ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবে যে, অযু করে পবিত্রতার সাথে কমপক্ষে ফরয নামায আদায় করা যায় কিনা। সম্পূর্ণ সময়ের ভিতর বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি এতটুকু সুযোগ না পায়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সে এ ধরণের যে, কখনো তো অযু করার সময়ই অক্ষমতা হয়ে যায় এবং শেষ সময় এসে গেছে তবে তখন তার জন্য অনুমতি রয়েছে যে, অযু করে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে। এখন যদিও নামায আদায়ের সময় অসুস্থতার কারণে নাপাকী শরীর থেকে বের হোক বা না হোক। ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: কারো নাকের ফোঁড়া ফেঠে গেলো বা সেটার ক্ষত বের হলো, তবে সে শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যদি রক্ত বের না হয়, বরং যদি ধারাবাহিক ভাবে থেমে থেমে প্রবাহিত হয়, তখন সময় বের হওয়ার আগেই অযু করে নামায আদায় করবে। (আল বাহরুর রায়েক, ১ম খন্ড, ৩৭৩-৩৭৪ পৃষ্ঠা)

(২) ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই (মাযুরের) অক্ষমের অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ কথার অর্থ হলো, যেমন- কেউ আসরের সময় অযু করলো। তাহলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই তার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কেউ সূর্যোদয়ের পর অযু করলো। তাহলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার অযু ভঙ্গ হবে না। কেননা, যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে কোন ফরয নামাযের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়া পাওয়া যায়নি। তাই যোহরের নামাযের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অক্ষমের অযু বহাল থাকবে। ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অক্ষমের অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে এক ওয়াক্তের অযু দ্বারা অন্য ওয়াক্তে ফরয, নফল কোন নামায আদায় করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অন্য ওয়াক্তে নামায আদায় করার জন্য তাকে পুনরায় নতুনভাবে অযু করতে হবে। তবে অযু ভঙ্গ হওয়ার এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন (মাযুরের) অক্ষমের সে রোগ তার অযুকালীন সময়ে বা অযুর পর দেখা দেয়। আর এরূপ না হলে এবং অযু ভঙ্গের অন্য কোন কারণও পাওয়া না গেলে ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শরয়ী মাযুরের অযু ভঙ্গ হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা)

(৩) অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ার পর একটি নামাযের সম্পূর্ণ সময়সীমার মধ্যে একবারও সে রোগ পুনরায় দেখা দিলে সে (মাযুর) অক্ষম হিসেবে থেকে যাবে। যেমন-কারো নামাযের সম্পূর্ণ সময়ই ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়তে থাকে এবং অযু করে পবিত্র অবস্থায় ফরয আদায় করার সুযোগটুকুও সে পায় না। তাহলে সে (মাযুর) অক্ষম প্রমাণিত হলো। এখন অন্য নামাযের সম্পূর্ণ সময় সীমাতে যদি তার অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব না পড়ে, বরং মাঝে মধ্যে দু-একবার পড়ে থাকে এবং সে অযু করে পবিত্র অবস্থায় নামায আদায়ের সুযোগ পায় তবুও সে (মাযুর) অক্ষম হিসেবে গণ্য হবে। তবে একটি নামাযের সম্পূর্ণ সময়সীমার মধ্যে একবারও যদি তার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব না পড়ে এবং গোটা সময়ই সে সুস্থ তথা প্রস্রাব বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত করে তাহলে সে আর (মাযুর) অক্ষম থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

অর্থাৎ সে পুনরায় (মাযুর) অক্ষম হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য একটি নামাযের সম্পূর্ণ সময়ই তার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়তে হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

(৪) যে রোগের কারণে (মাযুর) অক্ষম সাব্যস্ত হয়েছে সে রোগ দ্বারা (মাযুরের) অক্ষমের অযু ভঙ্গ হবে না। তবে অযু ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ যদি তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্বারা তার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কারো অনবরত বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে, তাহলে বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে তার অযু ভঙ্গ না হলেও তার থেকে প্রস্রাবের ফোঁটা পড়লে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ কারো অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ার রোগ আছে। তাহলে প্রস্রাবের কারণে তার অযু ভঙ্গ না হলেও তার থেকে বায়ু নির্গত হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। **(প্রাগুক্ত, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)**

(৫) যে রোগের কারণে অক্ষম সাব্যস্ত হয়েছে তা ব্যতীত অযু ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে (মাযুর) অক্ষম অযু করলো, অযু করার সময় তার সে রোগও দেখা গেলো না, যার কারণে সে অক্ষম হয়েছিল, কিন্তু অযু করার পর তার মধ্যে ঐ রোগ দেখা গেলো, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (তবে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি (মাযুর) অক্ষম নিজের রোগ ব্যতীত অযু ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে অযু করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আর যদি নিজের রোগের কারণে অযু করে থাকে, তাহলে অযু করার সময় সে রোগ দেখা না গিয়ে অযু করার পর দেখা গেলেও অযু ভঙ্গ হবে না।) যেমন- কারো ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়তো, তার বায়ূ বের হলো এবং সে অযু করলো, এখন অযু করার সময় তার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়া বন্ধ ছিলো এবং অযু করার পর তার ফোঁট ফোঁটা প্রস্রাব পড়ল, তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে অযু করা কালীন সময়ে পড়লে অযু ভঙ্গ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

(৬) (শরয়ী মাযুরের) অক্ষমের এমন রোগ আছে, যাদ্বারা তার কাপড় সর্বদা নাপাক হয়ে যায়। যদি তার কাপড় এক দিরহামের বেশি নাপাক হয়ে থাকে এবং সে যদি মনে করে কাপড় ধৌত করে পাক করে তা দ্বারা নামায আদায় করা সম্ভবপর হবে, তাহলে তা পাক করেই নামায আদায় করা তার উপর ফরয। আর যদি মনে করে তা পাক করে নামায আদায় করতে গেলে নামায শেষ করার আগেই পুনরায় তা নাপাক হয়ে যাবে, তাহলে তা ধৌত করা আবশ্যক নয়, ধৌত না করেই তা দ্বারা নামায আদায় করা যাবে। এর দ্বারা জায়নামায বা নামাযের স্থান অপবিত্র হয়ে গেলেও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

(অক্ষমের (মাযুরের) অযুর বিস্তারিত মাসয়ালা বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৩৮৫-৩৮৭ পৃষ্ঠা, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত) ৪র্থ খন্ড ৩৬৭-৩৭৫ পৃষ্ঠা থেকে জেনে নিন)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

অযু সম্পর্কিত ৭টি মাসয়ালা

(১) পুরুষ বা নারীর প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে প্রস্রাব, পায়খানা, বীর্য, কৃমি, পাথরি ইত্যাদি বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) (২) পুরুষ বা মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সামান্যতম বায়ূ বের হলেও অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে পুরুষ বা মহিলার মূত্রদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হলে অযু ভঙ্গ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা) (৩) বেঁহুশ হয়ে পড়লে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা) (৪) কেউ কেউ বলে থাকে শুয়োরের নাম নিলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। এটা একটি ভুল কথা। (৫) অযু করার সময়ে যদি বায়ু নির্গত হয় বা অন্য কোন কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে অযু করতে হবে। পূর্বে ধৌত করা অঙ্গ সমূহও পুনরায় ধৌত করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা) (৬) অযু ব্যতীত কুরআন শরীফ বা এর কোন আয়াত বা যে কোন ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফের অনুবাদ স্পর্শ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠা) (৭) কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে দেখে দেখে বা মুখস্থ কুরআন শরীফের কোন আয়াত অযুবিহীন পাঠ করা যাবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

আয়াত লিখা কাগজের পিছনের অংশ স্পর্শ করার গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

কিতাব বা পত্রিকার মধ্যে যেই জায়গায় আয়াত লিখা রয়েছে, বিশেষ করে ঐ জায়গায় অযু ছাড়া হাতে স্পর্শ করা জায়েয নেই। ঐ দিকে হাত লাগাবেন না, যে দিকে আয়াত লিখা রয়েছে। এমনকি এর পিছনের অংশেও অর্থাৎ লিখিত আয়াতের পিছনে উভয়ই নাজায়েয। আয়াত ও এর পিছনের অংশ ছাড়া অন্যান্য পৃষ্ঠায় স্পর্শ করাতে অসুবিধা নেই। অযু ছাড়া পড়া জায়েয, গোসলের আবশ্যকতা থাকলে তখন পড়াটা হারাম। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

অযুহীন অবস্থায় কোরআন শরীফের কোন জায়গায় স্পর্শ করা যায় না

অযুহীন অবস্থায় কোরআনের আয়াত স্পর্শ করা হারাম যদিও আয়াত অন্য কোন কিতাবে লিখা থাকুক। কিন্তু কোরআন শরীফের সচরাচর পাদটিকা বরং এমনকি ছুলি অর্থাৎ যেটা কাপড় বা চামড়ার মোটা ডাল দ্বারা আটকানো বা সেলাই করা থাকে, সেটাও স্পর্শ করা হারাম। হ্যাঁ! যদি জুযদানের মধ্যে হয়, তবে জুযদান হাতে স্পর্শ করা যাবে।

অযুহীন অবস্থায় নিজের বুক দ্বারাও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা যাবে না। অযুহীন অবস্থায় ঘাঁড়ের উপর লম্বা চাদরের এক কোণা পড়ে রয়েছে আর সে অন্য কোণায় হাত রেখে কোরআন শরীফ স্পর্শ করতে চাচ্ছে। যদি চাদর এতটুকু লম্বা যে, ঐ ব্যক্তি উঠা বসার দ্বারা অন্য কোণায় নড়াছড়া হয় না, তবে জায়েয অন্যথায় নয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৭২৪-৭২৫ পৃষ্ঠা)

অযুতে পানির অপচয়

আজকাল অযু করার সময় অধিকাংশ লোক বিনা প্রয়োজনে পানির নল ছেড়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে পানি প্রবাহিত করতে থাকে। এমন কি কেউ কেউ অযুখানাতে আসার সাথে সাথেই প্রথমে পানির নল খুলে দিয়ে তারপর জামার আস্তিন গুটাতে থাকে। ফলে দীর্ঘক্ষণ **আল্লাহ্**র পানাহ! পানির অপচয় হতে থাকে। অনুরূপ মাথা মাসেহ করার সময়ও অনেকেই পানির নল খোলা রেখে মাথা মাসেহ করতে থাকে। আমাদের সকলকে **আল্লাহ্**কে ভয় করে পানির অপচয় থেকে বিরত থাকা উচিত। কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণূ ও বিন্দুরই হিসাব নিকাশ হবে। অপচয়ের নিন্দায় বর্ণিত চারটি হাদীস শ্রবণ করুন এবং **আল্লাহ্**র ভয়ে কেঁপে উঠুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

(১) প্রবাহিত নদীতেও পানির অপচয়

একদা **আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট গমন করলেন, তখন তিনি অযু করছিলেন। অযুতে পানির অপচয় হতে দেখে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: "পানির অপচয় করছ কেন?" উত্তরে তিনি বললেন: অযুতেও কি পানির অপচয় আছে? **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ আছে। এমন কি তুমি প্রবাহিত নদীতে অযু করলেও।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৫)

আ'লা হযরতের ফতোয়া

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: বর্ণিত হাদীসে প্রবাহিত নদীতেও পানির অপচয় আছে বলা হয়েছে। আর অপচয় শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। যেমন **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿۱۴۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অযথা ব্যয় করো না, নিশ্চয়ই অযথা ব্যয়কারী তাঁর পছন্দনীয় নয়।

(পারা- ৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ১৪১)

যেহেতু উক্ত আয়াতটি মুতলাক, তাই উক্ত আয়াত দ্বারা পানির অপচয়ও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হবে। অধিকন্তু হাদীসেও নিষেধাজ্ঞা সূচক শব্দ দ্বারা সরাসরি অযুতে পানির অপচয়কে নিষেধ করা হয়েছে। আর নিষেধাজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে হারামই সাব্যস্ত করে। সুতরাং অযুতে পানির অপচয় হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ বিধায় এবং শরীয়াতের দলীল সমূহে নিষেধাজ্ঞার হুকুম মূলত: হারাম হওয়াকে বুঝায় বিধায় অযুতে পানির অপচয় করাও সম্পূর্ণরূপে হারাম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৭৩১ পৃষ্ঠা)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর তাফসীর

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ফতোওয়াতে উল্লেখিত সুরা আল আনআমের ১৪১ নং আয়াতের অনুবাদে বর্ণিত অপচয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন: " নাজায়িয তথা অবৈধ কাজে ব্যয় করাও এক ধরণের অপচয়, নিজ পরিবার পরিজনকে অভুক্ত ও নিঃস্ব করে সমস্ত সম্পদ দান করাও এক ধরণের অপচয়, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাও এক ধরণের অপচয়। এ কারণেই শরীয়াত সম্মত কারণ ব্যতীত অযুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ চারবার ধৌত করাকে অপচয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। (নুরুল ইরফান, ২৩২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

(২) অপচয় করো না

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে অযু করতে দেখে ইরশাদ করলেন: "অপচয় করো না, অপচয় করো না।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৪)

(৩) অপচয় করা শয়তানেরই কাজ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "অযুতে প্রচুর পানি ব্যবহারে কোন কল্যাণ নেই এবং তা শয়তানেরই কাজ।" **(কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬২৫৫)**

(৪) জান্নাতের সাদা মহল প্রার্থনা করা কেমন?

একদা হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে শুনলেন। **"হে মালিক!** আমি তোমার নিকট জান্নাতের ডান দিকে অবস্থিত সেই সাদা মহল প্রার্থনা করছি।" তখন তিনি পুত্রের উদ্দেশ্যে বললেন: হে প্রিয় বৎস! তুমি **আল্লাহ্**র নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং দোযখ হতে মুক্তির দোয়া করো। কেননা, আমি **রাসূলুল্লাহ্** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে ইরশাদ করতে শুনেছি:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

"এই উম্মতের মধ্যে এমন কতিপয় সম্প্রদায়ও থাকবে। যারা অযু ও দোয়াতে সীমা লঙ্ঘন করবে।" (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: দোয়াতে সীমা লঙ্ঘন হলো, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা দোয়াতে সংযোজন করা। যেমনিভাবে আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের ছেলে করেছিলো। তবে দোয়াতে সর্বোত্তম জান্নাতুল ফিরদৌসের প্রার্থনা করা উত্তম। কেননা, এতে নির্দিষ্ট জান্নাতের দোয়া বুঝা যায় না। বরং সচরাচর জান্নাতেরই দোয়া বুঝা যায়। তাই হাদীসেও জান্নাতুল ফিরদৌসের জন্য দোয়া করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (মিরাত, ১ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

খারাপই করলো, অত্যাচারই করলো

এক বেদুঈন **হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে অযু করে দেখিয়ে তাকে অযু শিক্ষা দিলেন। যাতে তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিনবারই ধৌত করেছিলেন। অতঃপর **তিনি** ইরশাদ করলেন: "আমি যেরূপ অযু করেছি অযু ঠিক সেরূপই। যে এর চেয়ে বেশি করবে কিংবা হ্রাস করবে সে খারাপই করলো এবং অত্যাচারই করলো।" (সুনানে নাসায়ী, ৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪০)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অপচয় শুধুমাত্র দুই ক্ষেত্রে গুনাহ

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: এই ভীতিটা ঐ ক্ষেত্রে যে, যখন এই বিশ্বাস রেখে অতিরিক্ত করে, যে অতিরিক্ত করাটা সুন্নাত এবং যদি তিনবার অযুর অঙ্গ ধৌত স্বীকার করে এবং অযুতে অযুর ইচ্ছায় বা সন্দেহের সময় অন্তরের প্রশান্তির জন্য অথবা শীতলতা অর্জনের জন্য বা পরিস্কারের জন্য অতিরিক্ত ধৌত করলো বা কোন কারণে কম করলো, এতে কোন অসুবিধা নেই। শুধুমাত্র দুই ক্ষেত্রে অপচয় না জায়িয ও গুনাহ; **প্রথমত:** এটাই কোন গুনাহের মধ্যে খরচ ও ব্যবহার করা। **দ্বিতীয়ত:** অনর্থক সম্পদ নষ্ট করা। অযু ও গোসলের মধ্যে তিনবারের অধিক পানি ঢালা কখনো অপচয় নয়, যখন বৈধ উদ্দেশ্য থাকে। আর বৈধ উদ্দেশ্যের মধ্যে খরচ করাটা না গুনাহ আর না অযথা নষ্ট করার অন্তর্ভূক্ত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৯৪০-৯৪২ পৃষ্ঠা)

কার্যগতভাবে অযু শিখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, নিজে অযু করে দেখিয়ে অপরকে অযু শিক্ষা দেয়া **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বারা প্রমাণীত।

সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের উচিত বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করতে পানির অপচয় না করে এবং প্রতিটি অঙ্গ তিনবারই ধৌত করে নিজে অযু করে দেখিয়ে ইসলামী ভাইদেরকে অযু শিক্ষা দেয়া। শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কোন অঙ্গ যেন চারবার ধৌত করা না হয় অযু করার সময় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। যে অযুর ক্ষেত্রে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে চায়, সেও যেন নিজ খুশীতে স্বেচ্ছায় অযু করে নেয়। মুবাল্লিগদেরকে দেখিয়ে নিজের ভুল-ত্রুটি দূর করে নেয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে এ মাদানী কাজ সুন্দর পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আপনারা সঠিক ও নির্ভূল অযু করা অবশ্যই অবশ্যই শিখে নেবেন। শুধুমাত্র দুই একবার অযুর পদ্ধতি নামক রিসালা পাঠ করে সঠিক ভাবে অযু শিখাটা খুবই কঠিন। বরং অযু শেখার জন্য আপনাকে বারবার অযুর অনুশীলন করতে হবে। অযু শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুর মদীনাতে পাওয়া **V.C.D.** তে অযুর পদ্ধতি দেখলে খুবই উপকার হবে।

মসজিদ ও মাদরাসার পানির অপচয়

মসজিদ ও মাদরাসার অযুখানা সমূহতে যে পানি আছে, তা ওয়াকফের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। সে পানি এবং নিজ ঘরের পানির হুকুমের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

যে সমস্ত লোক নির্দয়তার সাথে মসজিদের অযুখানার পানি ব্যবহার করে থাকে এবং অজ্ঞতা ও অলসতার বশীভূত হয়ে বিনা প্রয়োজনে তিনবারের অধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ ধৌত করে থাকে, তারা এ মোবারক ফতোয়াটির প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করুন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভবিষ্যতে আর কখনো এরূপ না করার জন্য তাওবা করে নিন। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, অলিয়ে নেয়ামত, আজিমুল বারাকাত, আজিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বা-ইসে খাইরো বারাকাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফিজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "ওয়াকফের পানি দ্বারা অযু করলে তাতে অযথা অতিরিক্ত খরচ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, এতে অতিরিক্ত খরচের অনুমতি দেয়া হয়নি। অনুরূপ মাদ্‌রাসার পানিও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হারাম। কেননা, তা শুধুমাত্র সে সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যই ওয়াকফ করা হয়েছে যারা শরীয়াত সম্মতভাবে অযু করে।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা নিজেদেরকে পানির অপচয় হতে বাঁচতে পারে না, তাদের উচিত নিজেদের মালিকানাধীন পানি তথা ঘরের পানি দ্বারাই অযু করা।

আল্লাহ্র পানাহ! এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নিজ মালিকানাধীন পানি যথেচ্ছা ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বরং এর অর্থ এই যে, ঘরে ভালভাবে অনুশীলন করে শরয়ী অযু শিখে নেয়া, যাতে মসজিদের পানি দ্বারা অযু করতে হলে তা অপচয় করে হারামে লিপ্ত হতে না হয়।

পানির অপচয় থেকে বাঁচার ৭টি উপায়

(১) কতিপয় লোক অঞ্জলি বা হাতের কোষে এমনিভাবে পানি ঢালে যাতে উপচে পড়ে। অথচ যে পানি পড়ে গেলো তা অনর্থক নষ্ট হয়ে গেলো। তাই পানি ঢালার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

(২) প্রত্যেকবার অঞ্জলি পূর্ণ পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নেয়া উচিত। যেমন- নাকে পানি দেয়ার জন্য অঞ্জলি পূর্ণ পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই। অর্ধাঞ্জলিই যথেষ্ট। এমনকি কুলি করার জন্যও অঞ্জলিপূর্ণ পানি প্রয়োজন নেই।

(৩) লোটার (বদনা) নল মধ্যম ধরনের হওয়া উচিত। পানি দেরীতে পড়ে এরূপ সংকীর্ণও নয়, আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পড়ে এরূপ প্রশস্থও নয়। নল সংকীর্ণ ও প্রশস্থ হওয়ার মাঝে তারতম্য এভাবে নির্ণয় করা যায় যেমন পাত্রে পানি নিয়ে অযু করলে যেরূপ বেশি পানির প্রয়োজন হয়।

প্রশস্থ নল বিশিষ্ট লোটা দ্বারা অযু করলেও যদি সেরূপ বেশি পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে এটা প্রশস্থ নল হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রশস্থ নল বিশিষ্ট লোটা (বদনা) ছাড়া অন্য কোন লোটা (বদনা) যদি পাওয়া না যায়, তাহলে সাবধানতার সাথে অযু করতে হবে এবং পানির ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত না করে হালকাভাবে প্রবাহিত করতে হবে। পাইপের পানি দ্বারা অযু করার সময় নল চালু করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

(৪) অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ধৌত করার পূর্বে এতে ভিজা হাত বুলিয়ে দিবেন যাতে পানি তাড়াতাড়ি সঞ্চালিত হয় এবং অল্প পানি অধিক পানির কাজ দেয়। বিশেষ করে শীতকালে মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পানি ঢালার পরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের মাঝখানে কিছু কিছু জায়গা শুষ্ক থেকে যায়। যা প্রতি নিয়ত আমাদের চোখে ধরা পড়ছে।

(৫) হাতের কব্জিতে লোম থাকলে তা মুন্ডন করে নেবেন। কেননা, লোমের কারণে বেশি পানির প্রয়োজন হয়ে থাকে। লোম ছাটলে তা শক্ত হয়ে যায়। তাই মুন্ডন করাই ভাল। তবে মেশিন দ্বারা মুন্ডন করবেন যাতে ভালভাবে পরিস্কার হয়ে যায়। আর সর্বোত্তম হলো, "নওরা" তথা লোমনাশক ঔষধ ব্যবহার করা। কেননা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নওরা ব্যবহার করা সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

যেমন উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **আল্লাহ্**র রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন নওরা ব্যবহার করতেন, তিনি আপন পবিত্র হাত দ্বারা তাঁর পবিত্র সতরে নওরা লাগাতেন এবং শরীরে অন্যান্য অঙ্গ সমূহে তাঁর পূত পবিত্র রমনীদের দ্বারা লাগাতেন। **(ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭৫১)** আর শরীরের লোম মুন্ডন না করলে ধৌত করার পূর্বে পানি দ্বারা তা ভালভাবে ভিজিয়ে নিবেন যাতে লোম সমূহ খাড়া হয়ে না থাকে। অন্যথা খাঁড়া লোমের গোঁড়ায় পানি পৌঁছার পর সূঁচ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থাকলেও অযু হবে না।

(৬) হাত ও পায়ে পানি ঢালার সময় হাতের নখ হতে কনুই পর্যন্ত এবং পায়ের নখ হতে গোড়ালীর উপরিভাগ পর্যন্ত লাগাতার পানি ঢালতে থাকবেন, যাতে একবারে হাত-পায়ের প্রতিটি স্থানে একবারই পানি পতিত হয়। পানি ঢালার সময় হাত পরিচালনাতে দেরী করলে এক স্থানে বারবার পানি পড়তে থাকবে। ফলে পানির অপচয় হবে।

(৭) অনেক লোক হাতের নখ হতে কনুই পর্যন্ত এবং পায়ের নখ হতে গোড়ালী পর্যন্ত প্রথমে একবার পানি ঢেলে ধৌত করে থাকে। এরপর পানির প্রবাহ চালু রেখে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ধৌত করার জন্য লোটার (বদনা) নল নখের দিকে নিয়ে যায়, এরূপ করা উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কেননা, এতে তিনবারের পরিবর্তে পাঁচবার ধৌত করা হয়ে যাবে। বরং প্রত্যেকবার নখ হতে কনুই বা গোড়ালী পর্যন্ত লোটার নল নিয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিতে হবে এবং বন্ধ অবস্থায় পুনরায় নখের দিকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ধৌত করতে হবে। আর হাত পা ধৌত করার সময় হাতের নখ হতে কনুই পর্যন্ত এবং পায়ের নখ হতে গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করাই সুন্নাত। বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ কনুই বা গোড়ালী হতে শুরু করে নখ পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত নয়। সারকথা হলো; কৌশলের সাথে কাজ করবেন। ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সুন্দরই বলেছেন: "কৌশলে কাজ করলে অল্পেই যথেষ্ট হয়। অকৌশলে করলে প্রচুরেও সংকুলান হয় না।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৭৬৫-৭৭০ পৃষ্ঠা)

অপচয় থেকে বাঁচার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) আজ পর্যন্ত যতধরনের অবৈধ অপচয় করেছেন তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে আর কখনও কোন ধরনের অপচয় না করার প্রতিজ্ঞা করে নিন।

(২) অযু গোসলও যাতে সুন্নাত মোতাবেক হয় এবং পানিও যাতে কম খরচ হয় সেরূপ নিয়ম নীতি গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা করুন এবং কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণু ও বিন্দুরই যে হিসাব নিকাশ হবে তা ভয় করুন। **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ৩০ সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং যে অনু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

(৩) অযু করার সময় সাবধানতার সাথে পানির নল চালু করুন। অযুকালীন সময়ে সম্ভব হলে এক হাত নলের ছিপিতে রাখুন এবং প্রয়োজন সেরে বারবার নল বন্ধ করতে থাকুন।

(৪) নলের পরিবর্তে লোটা (বদনা) দ্বারা অযু করলে অপেক্ষাকৃত পানি কম খরচ হয়। তাই যাদের জন্য লোটা (বদনা) দ্বারা অযু করা সম্ভব তারা লোটা (বদনা) দ্বারাই অযু করুন। আর যদি নলে অযু করা ছাড়া উপায় না থাকে তাহলে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লোটা দ্বারা ধৌত করা সহজ তা লোটা (বদনা) দ্বারা ধৌত করে অপরাপর অঙ্গ নল দ্বারা ধৌত করুন। যাতে অপচয় হতে কোনরূপ বাঁচা যায়।

(৫) মিসওয়াক, কুলি, গরগরা, নাক পরিস্কার, দাঁড়ি ও হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল, মাথা মাসেহ ইত্যাদি করার সময় পানির নল ভালভাবে বন্ধ রাখুন, যাতে এক ফোঁটা পানিও অযথা নষ্ট না হয়। এভাবে ভালভাবে নল বন্ধ করার অভ্যাস গড়ুন।

(৬) বিশেষ করে শীতকালে অযু গোসল করার জন্য, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধোয়ার জন্য গরম পানি লাভের আশায় পাইপের জমা ঠান্ডা পানি অনর্থক ছেড়ে না দিয়ে কোন পাত্রে নেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

(৭) সাবান দ্বারা হাত-মুখ ধোয়ার জন্য হাতের তালুতে সাবান ফেনায়িত করার সময়ও সাবধানতার সাথে সামান্য পানি নিয়ে তারপর সেখানে সাবান রেখে সাবান ফেনায়িত করুন। যদি প্রথম থেকেই হাতে সাবান রেখে পানি ঢালতে থাকেন, তাহলে পানি বেশি খরচ হবে।

(৮) ব্যবহারের পর পানি নাই এমন দানিতেই সাবান রাখুন। জেনে শুনে পানি বিশিষ্ট দানিতে সাবান রাখলে তা গলে নষ্ট হয়ে যাবে। হাত ধোয়ার বেসিনের কিনারাতে সাবান রাখলেও তা তাড়াতাড়ি পানিতে গলে যাবে।

(৯) পান করার পর গ্লাসের অবশিষ্ট পানি এবং আহার করার পর জগের অবশিষ্ট পানি ফেলে না দিয়ে অন্যকে পান করিয়ে দিন, অন্য কোন কিছুতে ব্যবহার করুন।

(১০) ফল-মূল, তরি-তরকারি, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, বিছানাপত্র ইত্যাদি ধোয়ার সময় এমনকি একটি চায়ের কাপ বা চামচ ধোয়ার সময়ও বর্তমানে যে ব্যাপক হারে পানির অপচয় করতে দেখা যায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের --

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

ছড়াছড়ি দেখা যায় তা কোন বিবেকবান সুহৃদয় পুরুষের সহ্য হওয়ার মত নয়। হায়! যদি তাদের অন্তরে আমার কথাগুলো গেঁতে যেত।

(১১) অধিকাংশ মসজিদ, ঘর, অফিস, দোকান ইত্যাদিতে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা অনর্থক বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলতে থাকে এবং অনর্থক বাতি **A.C**, বৈদ্যুতিক পাখা চলতে থাকে। তাই প্রয়োজন সেরে ঘরের বাতি, পাখা এবং **A.C** ও কম্পিউটার ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আমাদের সকলকে পরকালীন হিসাব নিকাশকে ভয় করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করা উচিত।

(১২) ইস্তিঞ্জাখানাতে লোটা ব্যবহার করুন। ফোয়ারা দ্বারা শৌচ কর্ম করলে পানিও অপচয় হয় এবং পাও প্রায় নাপাক হয়ে যায়। প্রত্যেকের উচিত প্রতিবার প্রস্রাব করার পর এক লোটা (বদনা) পানি নিয়ে **W.C** এর কিনারাতে কিছু পানি এবং ছিটা না পড়ে মত সামান্য উপর থেকে কমোডে অবশিষ্ট পানি ঢেলে দেয়া। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে দুর্গন্ধ ও জীবানু উভয়ই হ্রাস পাবে। ফ্ল্যাশ ট্যাংক দ্বারা কমোড পরিস্কার করতে গেলে প্রচুর পানি খরচ হয়ে থাকে।

(১৩) নল হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখলে তাড়াতাড়ি তা মেরামত করে নিন। অন্যথা পানি নষ্ট হতে থাকবে।

মাঝেমধ্যে মসজিদ মাদ্‌রাসার পাইপের নল দিয়েও এরূপ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখা যায়। কিন্তু তা দেখাশুনা করার কেউ থাকে না এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মসজিদ মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটিরই মনে করে থাকে। তাই এরূপ পানি পড়তে দেখলে নিজ দায়িত্ব মনে করে তাড়াতাড়ি তা মেরামত করে নিয়ে নিজের পরকালীন কল্যাণের পথ সুগম করুন।

(১৪) আহার করার সময় অন্য কোন পানীয় পান করার সময়, ফলমূল কাটার সময় কোন দানা, খাদ্যকনা ও পানীয়ের ফোঁটা যাতে নষ্ট ও অব্যবহৃত না হয়, সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পধারা

সমস্ত মাদানী ফুল ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত) ৪র্থ খন্ডের শেষে প্রদত্ত "ফাওয়াইদে জলিলা" এর ৬১৩ থেকে ৭৪৬ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে;

❁ অযুতে চোখ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করবে না, কিন্তু অযু হয়ে যাবে। ❁ যদি ঠোঁট খুব দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে অযু করলো কিন্তু কুলি করলো না, তাহলে অযু হবে না। ❁ অযুর পানি কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। (কিন্তু স্মরণ রাখবেন! প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পানি খরচ করাটা অপচয়) ❁ মিসওয়াক থাকলে আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা সুন্নাত আদায় ও সাওয়াব অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়।

হ্যাঁ! মিসওয়াক না থাকলে তখন আঙ্গুল বা খসখসে কাপড় দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে এবং মহিলাদের জন্য মিসওয়াক থাকলেও দাঁতের মাজন যথেষ্ট। ❁ আংটি ঢিলা হলে তখন অযুতে সেটাকে নড়াচড়া করিয়ে পানি ঢালা সুন্নাত, আর যদি আঙ্গুলের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে তাহলে আংটি নেড়ে পানি পৌঁছানো ফরয। এই হুকুম কানের দুল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। ❁ অযুর অঙ্গ সমূহ ভালভাবে ধৌত করা অযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাত। ❁ অযুর অঙ্গ সমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে শরয়ী সীমার চতুর্পার্শ্বের এতটুকু পর্যন্ত বাড়ানো যার দ্বারা শরয়ী সীমারেখা পরিপূর্ণ হতে যেন সন্দেহ না হয়, তা ওয়াজীব। ❁ অযুর মধ্যে কুলি ও নাকে পানি না দেওয়া মাকরূহ এবং এর অভ্যস্থ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। এই মাসয়ালাটি ঐসব লোকেরা খুব স্মরণ রাখবেন, যাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধৌত হয়ে যায়। এমনভাবে কুলি করেন না এবং তারা নাক পর্যন্ত পানি ছুঁয়ে দেন। নিঃশ্বাস দিয়ে উপরে নিয়ে যান না। এরা সবাই গুনাহগার। আর গোসলের মধ্যে এমনটি না করলে গোসল হবে না, নামাযও হবে না। ❁ অযুতে প্রতিটি অঙ্গ সম্পূর্ণ তিনবার ধৌত করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ছেড়ে দেওয়ায় অভ্যস্থ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। ❁ অযুতে তাড়াতাড়ি না করা উচিত, বরং ধীরস্থির ও সতর্কতার সাথে করবে, সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ যে, অযু যুবকদের মতো। নামায বৃদ্ধদের মতো এটা অযুর ব্যাপারে একেবারেই ভুল।

❁ মুখ ধোয়ার সময় না গালে পানি দিবে, না নাকে আর প্রবল জোরে কপালের উপর, এই সব মূর্খদের কাজ। বরং ধীরস্থির ভাবে কপালের উপর থেকে থুথুনির নিচ পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করবে। ❁ অযুতে মুখ থেকে টপকে পড়া পানি উদাহরণ স্বরূপ- হাতের বাহুতে পড়লো এবং বাহুতে প্রবাহিত করে দিলো অর্থাৎ মুখ থেকে ঝরে পড়া পানির দ্বারা বাহু ধৌত করা যাবে না। এর দ্বারা অযু হবে না এবং গোসলের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- মাথার পানি পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে অতিবাহিত হবে পবিত্র হয়ে যাবে। সেখানে নতুন পানির প্রয়োজন নেই। ❁ ব্যক্তি অযু করতে বসলো। তারপর কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে সব কিছু পরিপূর্ণ ভাবে করতে পারেনি, তবে যতটুকু করেছে এর উপর সাওয়াব পাবে, যদিও অযু হয়নি। ❁ যে ব্যক্তি নিজেই এই ইচ্ছা করবে যে, অর্ধেক অযু করবে, তবে সে ঐ অর্ধাংশের সাওয়াব পাবে না। এমনিভাবে যে অযু করতে বসলো এবং কোন কারণ ছাড়া অযু অর্ধেক করে ছেড়ে দিলো সেও যতটুকু অযু করেছে সেটার সাওয়াব পাবে না। ❁ যদি মাথার উপর বৃষ্টির এতটুকু ফোটা পড়লো যে, মাথা এক চতুর্থাংশ ভিজে গেলো, মাসেহ হয়ে গেলো। যদিও ঐ ব্যক্তি হাত না লাগায়। ❁ কুয়াশার মধ্যে খালি মাথায় বসলো এবং তার মাথা এক চতুর্থাংশ ভিজে গেলো, মাসেহ হয়ে গেলো। ❁ এতটুকু গরম ও ঠান্ডা পানি দ্বারা অযু করা মাকরূহ, যা শরীরে ভালভাবে ঢালা যায় না। সুন্নাত পরিপূর্ণ করতে দেয় না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আর যদি ফরয পূর্ণ করতে প্রতিবন্ধকতা হয়, তাহলে অযু হবে না। ❁ পানি অযথা খরচ করা, নিক্ষেপ করাটা হারাম। (নিজে বা অন্য জন পানি পান করার পর গ্লাস বা জগের বেঁচে যাওয়া পানি ইচ্ছাকৃত নিক্ষেপ কারীরা তাওবা করুন এবং আগামীতে এর থেকে বেঁচে থাকুন) ❁ নাভী থেকে হলদে পানি বের হলে অযু ভেঙ্গে যায়। ❁ রক্ত বা পূঁজ চোখে প্রবাহিত হলো, কিন্তু চোখ থেকে বাইরে বের হয়নি। তাহলে অযু ভাঙ্গবে না। সেটা কাপড় দ্বারা মুছে পানিতে ফেললেও পানি নাপাক হবে না। ❁ আঘাতের উপর পট্টি বাঁধা, সেটাতে রক্ত ইত্যাদি লেগে গেলো। যদি সম্ভাবনা থাকে যে, ব্যান্ডিজ না হলে রক্ত প্রবাহিত হবে, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে গেলো অন্যথায় নয়। আর না পট্টি নাপাক। ❁ প্রস্রাবের ফোটা বা রক্ত ইত্যাদি লিঙ্গের ভিতর প্রবাহিত হলো। কিন্তু লিঙ্গের মাথার বাইরে বের হয়নি, তবে অযু ভঙ্গ হবে না এবং প্রস্রাবের ফোটা লিঙ্গের মাথায় বের হলো তবে অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। ❁ নাবালিগ কখনো অযুহীন হয় না, আর নাপাকী অর্থাৎ গোসলহীন হয় না। অর্থাৎ নাবালিগদের অযু ও গোসলের হুকুমের অভ্যাস করাতে এবং আদব শিখানোর জন্যই। অন্যথায় অন্য কোন অযু ভঙ্গকারী কাজের দ্বারা তাদের অযু ভঙ্গ হয় না। আর না সহবাসের দ্বারা তাদের উপর গোসল ফরয হয়। ❁ অযু সহকারে থাকা ব্যক্তি মা-বাবার কাপড় বা তাদের খাওয়ার জন্য ফল অথবা মসজিদের ফ্লোর সাওয়াবের জন্য ধৌত করলো,

তাহলে পানি ব্যবহৃত হবে না। যদিও এই কাজ **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির জন্য হয়। ❁ নাবালিগের পবিত্র হাত বা শরীরের কোন অংশ যদি সে অযুহীন হয়। পানিতে হাত প্রবেশ করাতে পানি অযু করার যোগ্য থেকে গেলো। ❁ শরীর পরিস্কার রাখা, ময়লা দূর করা শরীয়াতের চাহিদা। কেননা, ইসলামের ভিত্তি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর। এই নিয়্যতে অযু সহকারে থাকা ব্যক্তি শরীর ধৌত করলো, নিঃসন্দেহে সাওয়াবের অধিকারী হলো। কিন্তু পানি ব্যবহৃত হলো না। ❁ ব্যবহৃত পানি পবিত্র, এর দ্বারা কাপড় ধৌত করা যায়, কিন্তু এর দ্বারা অযু হয় না এবং এটা পান করা ও আটা মাকানো মাকরূহে তানযীহি। ❁ পূর্ণ করা পানি অনুমতি ছাড়া নিয়ে গেলো, যদিও জোরপূর্বক অথবা চুরি করে নিয়ে গেলো, এর দ্বারা অযু হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম। অবশ্য কারো মালিকানাধীন কূপ থেকে তার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পানি পূর্ণ করে নিলো, এটা ব্যবহার করা জায়েয। ❁ যেই পানির মধ্যে ব্যবহৃত পানির ছিটা বা স্পষ্ট ফোটা পড়লো, এর দ্বারা অযু না করা উত্তম। ❁ শীতকালে অযু করার দ্বারা ঠান্ডা বেশি অনুভূত হবে, তার কষ্ট হবে। কিন্তু যদি কোন রোগের সম্ভাবনা না থাকে তবে তায়াম্মুমের অনুমতি নেই। ❁ শয়তানের থুথু বা ফুক দেওয়ার দ্বারা নামাযের মধ্যে প্রস্রাবের ফোটা বা বায়ূ বের হওয়ার সন্দেহ হয়, তবে হুকুম হলো যতক্ষন পর্যন্ত এমন দৃঢ় বিশ্বাস হবে না যে, যেটার উপর শপথ করতে পারবে। ঐ কুমন্ত্রণার প্রতি মনযোগ দিবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

শয়তান বলে যে, তোমার অযু ভেঙ্গে গেছে, তখন অন্তরে জাওয়াব দিবে যে, হে অভিশপ্ত! তুই মিথ্যুক এবং নিজের নামাযের মধ্যে ব্যস্ত থাকবে। ❁ মসজিদকে প্রত্যেক দূর্গন্ধ জিনিস থেকে বাঁচানো ওয়াজীব। যদিও সেটা পাক হোক। উদাহরণ স্বরূপ- থুথু, কফ, লালা। যেমন- শ্লেশ্মা, নাক থেকে প্রবাহিত পানি, অযুর পানি। ❁ **সতকর্তা:** অনেক লোক অযুর পরে নিজের মুখ হাতের পানি মুছে মসজিদে হাত ঝাড়তে থাকে। এটা হারাম ও নাজায়িয। ❁ পানিতে প্রস্রাব করাটা মাকরূহ যদি নদীতেও হয়। ❁ যেখানে কোন নাপাকী পড়ে রয়েছে, সেখানে তিলাওয়াত করাটা মাকরূহ। ❁ পানি নষ্ট করা হারাম। ❁ সম্পদ নষ্ট করা হারাম। ❁ যমযমের পানি দ্বারা গোসল ও অযু মাকরূহ ছাড়া জায়েয এবং প্রস্রাব ইত্যাদি করে ঢিলে দ্বারা শুষ্ক করে নেওয়ার পর যমযমের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা মাকরূহ এবং নাপাকি ধৌত করা (উদাহরণ স্বরূপ- প্রস্রাবের পর টিসু পেপার ইত্যাদি দ্বারা না শুকিয়ে) গুনাহ। ❁ ঐ অপচয় যেটা না জায়িয ও গুনাহ সেটা শুধু মাত্র ঐ দুই ক্ষেত্রে হয়, **এক:** কোন গুনাহের কাজে খরচ ও ব্যবহার করা, **দুই:** অনর্থক সম্পদ নষ্ট করা। ❁ মৃত ব্যক্তির গোসল শিখানোর জন্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালো এবং তাকে গোসল দেওয়ার নিয়্যত করেনি, মৃত ব্যক্তি পাক হয়ে গেলো। জীবিতদের মধ্যে থেকে ফরয আদায় হয়ে গেলো। কাজের ইচ্ছাই যথেষ্ট। হ্যাঁ! নিয়্যত ছাড়া সাওয়াব পাবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

হে রব্বে মুস্তফা! আমাদেরকে অপচয় থেকে বাঁচিয়ে শরয়ী ভাবে অযু করার পাশাপাশি সব সময় অযু সহকারে থাকার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৫ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৫ হিজরী
০১-১০-২০১৪ইং

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

সন্তান জন্মের সময় সহজতার ব্যবস্থাপত্র

(মরিয়ম বিবির ফুল)

মরিয়ম বিবির ফুল[১]**:** কোন বাচ্চা জন্মের সময় ব্যথা শুরু হলে কোন খোলা বাসন বা বোতলের পানিতে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে যতই ভিজতে থাকবে ও প্রষ্ফুটিত হতে থাকবে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় মরিয়ম বিবির ফুলের বরকতে বাচ্চার জন্ম খুব সহজ ভাবেই হবে।

অপারেশন ছাড়াই জন্ম হয়ে গেলো

(মরিয়ম বিবির ফুলের উপকারীতা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনার এক শিক্ষক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: আমার দ্বিতীয় বাচ্চার জন্মের দিন ছিলো। আমার বাচ্চার মা হাসপাতালের নির্দিষ্ট কক্ষে (লেবার রুমে) ভর্তি ছিলো।

---

[১] এটাকে মরিয়ম বুটি এবং মরিয়মের পাঞ্জাও বলা হয়। পাঞ্জার আকৃতিটা শুষ্ক অবস্থায় হয়ে থাকে। পাঁশারীর (দেশীয় ঔষধের) দোকানেও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মক্কা মদীনায় স্থানীয় মহিলারা ও ছেলেরা জমিনের উপর রেখে জিনিসগুলো বিক্রি করে এবং তাদের কাছেও পাওয়া যাবে। এর বৈশিষ্ট্য ও বরকত সম্পর্কে অবহিত আশিকানে রাসূল সেখান থেকে তাবারুক আকারে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্যদেরকেও উপহার হিসেবে পেশ করেন। যাকে দেওয়া হয় তার সেটা ব্যবহারের পদ্ধতি জানাটা জরুরী একটু পুরাতন হলে আরো ভালো।

কিছু সময় পর আমি এক মাদানী মুন্নার জন্মের সুসংবাদ পেলাম। হাসপাতালের অপেক্ষমান রুমে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো। তখন তিনি কথায় কথায় মরিয়ম বিবির ফুলের কথা আলোচনা করলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করার পর সে বললো: যদি বাচ্চার জন্মের পর ব্যথা শুরু হয়, তবে এই শুষ্ক ফুল কোন খোলা বাসন বা বোতলের পানিতে যদি ঢেলে দেওয়া হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাজা থাকবে এবং ফুটতে থাকবে। আর এর উপকারীতা হলো এটাই যে, বাচ্চার জন্মের সময় সহজতা হয়। তারপর কম ও বেশি দুই বছর পর যখন তৃতীয় বাচ্চার জন্মের পর্যায়ে আসলো। তখন মহিলা ডাক্তার আমার বাচ্চার মাকে অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা জন্মের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে বললেন। আমি মরিয়ম বিবির ফুলের কথা স্মরণ করলাম, তখন আমি দেশীয় ঔষধের দোকান থেকে মরিয়ম বিবির ফুল সংগ্রহ করলাম। আর যখন বাচ্চা জন্মের সময় আসলো, তখন আমি সেটা পানির মধ্যে ঢেলে দিলাম। **আল্লাহ্ তআলার** দয়ায় অপারেশন ছাড়াই মাদানী মুন্নীর জন্ম হয়ে গেলো। এক বছর পর চতুর্থ বাচ্চার জন্যও ডাক্তার অপারেশনের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন, কিন্তু আমি অন্যান্য ওযীফার পাশাপাশি (যেটা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "ঘরোয়া চিকিৎসা" এর মধ্যে রয়েছে) মরিয়ম বিবির ফুল ব্যবহার করি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

এভাবে ও অপারেশন ছাড়াই মাদানী মুন্নীর জন্ম হয়ে গেলো। এর কমপক্ষে দুই বছর পর যখন পঞ্চম বাচ্চার জন্মের পর্যায় আসলো, তখন আমি আমার ঘরের পাশ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানেও ডাক্তাররা মেডিকেল রিপোর্ট ও তাদের গবেষণার দৃষ্টিতে অপারেশন করতে বলেন। আমি চেষ্টা করে টাকার ব্যবস্থাও প্রস্তুত রেখেছিলাম এবং ওযীফা আদায়ের পাশাপাশি যখন জন্মের সময় হলো, তখন মরিয়ম বিবির ফুল খোলা বোতলের পানিতে ঢেলে দিলাম, ডাক্তার অপারেশন ছাড়া জন্মানোর জন্য অনেক চেষ্টা করার পর অপারেশনের জন্য টাকা জমা করানোর জন্য বললেন। এখন অপারেশন ছাড়া উপায় নেই এবং অপারেশনের ব্যবস্থাও শুরু করে দেন। টাকা ব্যাংকে ছিলো, হাসপাতালের পাশে এটিএম বুথ থেকে টাকা বের করলাম এবং কাউন্টারের কাছে জমা করে দিলাম। কিন্তু অপারেশনের পূর্বেই **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় নিরাপদে মাদানী মুন্নার জন্মের সংবাদ পেলাম। মরিয়ম বুটির ব্যবহারের জন্য চার ও পাঁচ ইসলামী ভাইকে পরামর্শ দিলাম। তাদের মধ্য থেকে একজনকে ডাক্তার অপারেশনের জন্য বলে রেখেছিলো اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার ঘরে অপারেশন ছাড়াই জন্ম হয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মাজীদ		কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
নূরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানি মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
সুনানে আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	আল বাহরুর রায়িক	কোয়েটা
সুনানে নাসায়ী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারিফাত, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল মারিফাত, বৈরুত	আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	মারাকিউল ফালাহ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মুজাম কাবীর	দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	আলহাওয়ী লিল ফতোওয়া	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মিযান আল কবীরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুজামুস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারে ছদর, বৈরুত
মুসনদে বায্যার	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা শরীফ	মাসায়ীলুল কুরআন	রুমী পাবলিকেশন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
সুনানে দারেমী	বাবুল মদীনা করাচী	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	**রযা ফাউণ্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর**
সুনানে দারে কুতনী	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত		

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

আত্তার ﷺ এর অযুখানা

উপর থেকে অযুখানার নকশা

ডান দিক থেকে অযুখানার নকশা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net